বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ ০৫
সংখ্যা ০২
ডিসেম্বর ২০২১

আইসিটি
নিউজলেটার

"ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ" প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে উদযাপিত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১

"ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ," এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে উদযাপিত হবে জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), হল অব ফেম-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আইসিটি টাওয়ারে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে "সংবাদ সম্মেলনে" এসব তথ্য জানান।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমুখরভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল ০৭.০০ টায় ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর শুভ সুচনা করা হবে। এছাড়াও সকাল ৮:০০ টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ০৩.০০ টায় হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকাতে প্রতিপাদ্য ভিত্তিক জাতীয় সেমিনার এবং বিকেল ০৩:০০মি. ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড সিটি, মাদানী, বাড্ডা-এর মাঠে ০৫ (পাঁচ ঘন্টাব্যাপী) ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে।

দিবস উপলক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর স্ব স্ব সাফল্য ও অর্জন নির্ভর সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করবে। এছাড়া বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশ মিশনে দিবসটি একযোগে পালন করবে বলে তিনি জানান।

এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ১২ বছরের সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা, দেশব্যাপি জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণ বা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সভা/সেমিনার-এর আয়োজন করা হবে এবং সচেতনতামূলক নাটিকা পরিবেশন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিতে অনন্য অবদানের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ বিতরণ করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল দেশের ১৭ কোটি মানুষ পাচ্ছে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ঘোষণা করেন তখন তা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনার। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব লাভের পর ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প হয়েছে দেশের সকল জনগণের।

তিনি বিগত ১২ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন আইসিটি খাতে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ২০ লক্ষ। বর্তমানে আইসিটি খাতে রপ্তানি ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশের প্রায় সাড়ে ৬ লাখের বেশি ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৭'শ মিলিয়ন ডলার আয় করছে।

পলক বলেন এখন নিজের বাহন না থাকলেও রাইড শেয়ারিং অ্যাপ ব্যবহার করে খুব সহজেই গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। প্রতারণা ও হয়রানির শিকার না হয়ে ১০ কোটিরও বেশি নাগরিক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিবারের কাছে টাকা পাঠানোর পাশাপাশি আর্থিক লেনদেন করতে সক্ষম হচ্ছে। তিনি বলেন এর মধ্য দিয়ে দুর্নীতি, অপচয় এবং হয়রানি দূর করার পাশাপাশি গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ ও নবীন-প্রবীনের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

পলক বলেন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটি। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে আর্থিক সেবায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি রীতিমতো বিস্ময়কর। অনলাইন ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, এটিএম কার্ড ব্যবহার শুধু ক্যাশলেস সোসাইটি গড়াসহ ই-গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

উদ্ধৃতি

"আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকান্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।"

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বিপুলসংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।"

শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে, উদ্ভাবন আর গবেষণায় ভর করে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।"

সজীব ওয়াজেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা

"ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে' ফিলোসফি অব রেভ্যুলেশন'। এই প্রযুক্তি-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়াই আমাদের লক্ষ্য।"

জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

"আমাদের দেশে যদি সকল মানুষের জন্য দেশীয় ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন করতে পারি তাহলে যেমন আমদানীর বিকল্প তৈরি হবে, একইসাথে নিজেদের দেশের নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রটি আমরা শক্তিশালী করতে পারব।"

এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি
মাননীয় সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রনলায়

"ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এই অভিযাত্রায় বর্তমানে গ্রাম ও শহরের ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসের অনন্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।"

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi607@gmail.com
www. doict.gov.bd

আইসিটি নিউজলেটার

ডিজিটাল বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনার এক সফল উন্নয়ন দর্শন

জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

বাঙালি জাতির দুটি অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে এ বছর ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি আমরা। এমনি স্মরণীয় মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেরণাদায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা কতটা সফল তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়বদ্ধতা যেমন রয়েছে, তেমনি বিশ্বে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিজ্ঞান, কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত যার হাত ধরে রচিত হয়েছিল, প্রাসঙ্গিকভাবে তাও তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।

ডিজিটাল বিপ্লবের শুরু ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে। ইন্টারনেটের সঙ্গে ডিভাইসের যুক্ততা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে বিশ্বে উন্নয়ন দারুণ গতি পায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কারণ তিনি গড়তে চান সোনার বাংলা। তার এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সময় পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। এসময়ে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন করেননি। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে গৃহীত নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি, যা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের পথ দেখায়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৫টি সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। আর্থ-সামাজিক জরিপ, আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয় তাঁরই নির্দেশে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ স্টেশনের উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কুদরত-এ খুদার মতো একজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার করার লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ছিল তার অত্যন্ত সুচিন্তিত ও দূরদর্শী উদ্যোগ।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। থেমে যায় সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন। পঁচাত্তর-পরবর্তী ২১ বছরের শাসনামলে বিনা অর্থে ইন্টারনেট কেবল লাইনে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দেশের মানুষ। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আরেক দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করে জনগণ। তিনি দেশ পরিচালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। ১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে হাই-টেক পার্কের সংখ্যা ৩৯টি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল ফোনের মনোপলি ভেঙে তা মানুষের কাছে সহজলভ্য করেন। ২০১৫ সালে কম্পিউটার আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, হার্ডওয়ার, সফটওয়্যার শিল্প উৎপাদনকারীদের ভর্তুকি, প্রণোদনা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন নীতি সহায়তার ফলে বর্তমানে দেশে হাই-টেক পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে স্যামসাঙ ,ওয়ালটন , সিম্ফোনি, মাই ফোন, শাওমিসহ দেশি-বিদেশি ১৪টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ উৎপাদন করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে এবং দেশের মোবাইল ফোন চাহিদার ৭০ শতাংশ পূরণ করছে। ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে বাংলাদেশ। আর দিন বদলের সনদ রূপকল্প-২০২১ এর মূল উপজীব্য হিসাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা আসে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। ঘোষণায় বলা হয়, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশ পরিণত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ, যার বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০৯ সালে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দেশের সব মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য আইন, নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে সামগ্রিক কার্যক্রমের পরামর্শ ও তদারকি করছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৫০১টি ইউনিয়নে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে সুপরিচিত। এই সেন্টার থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ খুব সহজেই তাদের বাড়ীর কাছে পরিচিত পরিবেশে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন। প্রথমে কেবল ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রিক এর কার্যক্রম চালু হলেও বর্তমানে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, গার্মেন্টস কর্মী এবং প্রবাসী নাগরিকদের জন্য আলাদা ডিজিটাল সেন্টার চালু হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৮,২৮০টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৩০০ এর অধিক ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা জনগণ গ্রহণ করতে পারছেন। ডিজিটাল সেন্টার সাধারণ মানুষের জীবনমান সহজ করার পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দিয়েছে। মানুষ এখন বিশ্বাস করে, ঘরের কাছেই সকল ধরণের সেবা পাওয়া সম্ভব। মানুষের এই বিশ্বাস অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলায় সবচেয়ে বড় পাওয়া।

ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সুফল দেশের প্রত্যেক মানুষ পাচ্ছে।

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে না। এটা সম্ভব হচ্ছে মূলত সারা দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে, যা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান সরকার দায়িত্ব লাভ করার আগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ৭৮ হাজার টাকা। বর্তমানে প্রতি এমবিপিএস ৩০০ টাকার নিচে। দেশের ১৮ হাজার ৫শ সরকারি অফিস একই নেটওয়ার্কের আওতায়। ৩৮শ ইউনিয়নে পৌঁছে গেছে উচ্চগতির (ব্রডব্যান্ড) ইন্টারনেট। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতায় মানুষের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিযোজন ও সক্ষমতা দুই-ই বেড়েছে।

দেশে বর্তমানে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটির অধিক। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদনে যথার্থভাবেই মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আর্থসামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে আর্থিক সেবায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি রীতিমতো বিস্ময়কর। অনলাইন ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, এটিএম কার্ড ব্যবহার শুধু ক্যাশলেস সোসাইটি গড়াসহ ই-গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে তা নয়, ই-কমার্সেরও ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। বিশ্বের ১৯৪টি দেশের সাইবার নিরাপত্তায় গৃহীত আইনী ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সাংগঠনিক ব্যবস্থা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা সূচকে বাংলাদেশ ITU-তে ৫৩তম স্থানে এবং এনসিএসআই (NCSI) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৩৭তম স্থানে অবস্থান করছে। যার ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও সার্ক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশে আইডিয়া প্রকল্প ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডসহ সরকারের নানা উদ্যোগে ভালো সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রমে বাংলাদেশকে প্রায় দুইশ বছর ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রচলিত সেবা প্রদানের পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশন করা হয়। ৫২ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত রয়েছে ৯৫ লাখেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট এবং ৬শ' ৮৫টির বেশি ই-সেবা সহজেই মানুষ অনলাইনে পাচ্ছে। ৮ হাজার ২৮০টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৬০ কোটির অধিক এবং জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ এর মাধ্যমে ৭ কোটির বেশি সেবা দেওয়া হয়। ডিজিটাল সেন্টার, জাতীয় তথ্য বাতায়ন ও মাইগভ থেকে প্রতিমাসে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৭৫ লাখ।

২০২৫ সাল নাগাদ যখন শতভাগ সরকারি সেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে তখন নাগরিকদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয়ের পরিমাণ কী পরিমাণ বাড়বে তা সহজেই অনুমেয়। ই-নথিতে ১ কোটি ৬৭ লাখ ফাইলের নিষ্পত্তি হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭ লাখ ৭১ হাজারের অধিক ই-মিউটেশন সম্পন্ন হয়েছে অনলাইনে। 'ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার' প্রকল্পের আওতায় দেশে একটি সমন্বিত ও বিশ্বমানের ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ই-সেবা সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ই-সেবাগুলোর সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা উন্নত হবে।

ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রেও দেশে ইতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আইসিটি রপ্তানি ২০১৮ সালেই ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে আইসিটি খাতে রপ্তানি ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সারের আউটসোর্সিং খাত থেকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। ৩৯টি হাই-টেক/আইটি পার্কের মধ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত ৯টিতে দেশি-বিদেশি ১৬৬টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে বিনিয়োগ ১৫০০ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ২১ হাজার, মানবসম্পদ উন্নয়ন হয়েছে ৩২ হাজার। নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৫০০ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ২০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

করোনা মহামারিতে যখন গোটা বিশ্ব টালমাটাল, পরিস্থিতি মোকাবিলায় এমনকি উন্নত দেশগুলোও হিমশিম খাচ্ছিল, তখনো সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন পথ, জুগিয়েছে প্রেরণা। বিগত ১২ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যথাযথ অবকাঠামো গড়ে তোলার ফলে করোনাকালে ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভা বৈঠক, আদালতের কার্যক্রম, বিজনেস কনটিনিউটি প্ল্যান অনুসারে অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রমসহ প্রায় সবকিছুই চলমান রাখা হয়। মহামারির মধ্যেও প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু থাকায় তা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক পবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখছে। প্রযুক্তির সহায়তায় করোনা সচেতনতা, বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সব ধরনের সেবা দেশের কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে।

দেশব্যাপী লকডাউনে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন থেমে না যায় সেজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়। সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হয়। এ ছাড়া যেকোন আপৎকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকর ও সহজ উপায়ে চলমান রাখতে 'ভার্চুয়াল ক্লাস' প্লাটফর্ম চালু রয়েছে।

করোনা মহামারী থেকে দেশের জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম, ভ্যাক্সিনেশন এর তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা " ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। যা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের জনগণ এর সুবিধা পাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার লক্ষ্যের চেয়েও অনেক বেশি অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মযজ্ঞ শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর বিস্তৃতি ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সোমালিয়া, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ফিজি, ফিলিপাইন ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে এসডিজি, ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা চেইঞ্জ ল্যাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান এবং সেবা বা সিস্টেম আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের ঝুলিতে এসেছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন অ্যান্ড ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) উইটসা, এসোসিও অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত্তি তৈরি করে গেছেন সে পথ ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। একযুগের বেশি পথ চলায় প্রমাণিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনার এক উন্নয়ন দর্শন। সরকারের বর্তমান লক্ষ্য ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানী ৫ বিলিয়ন ডলার ও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা এবং সরকারি সেবার শতভাগ অনলাইনে পাওয়া নিশ্চিত করা, আরও ৩শ' স্কুল অব ফিউচার ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি, ভিলেজ ডিজিটাল সেন্টার এবং ২৫ হাজর শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও, একই সময়ে আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজাকশান (আইডিটি) চালু, ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলা, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (এসএইচআইএফটি) স্থাপন, ডিজিটাল লিডারশীপ একাডেমি এবং সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যেই সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

লেখক: প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে ২০২১ আমাদের জন্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ বছর আমরা উদযাপন করছি বাঙালি জাতীর অবিস্মরণীয় নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। উদযাপন করছি মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের বছর।

জাতির পিতার পছন্দের অন্যতম একটি বিষয় ছিল প্রযুক্তি। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশের। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত তিনিই গেঁথে দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে। তাঁর হাতেই ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বিসিএসআইআর। প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে জাতির পিতার দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেয়া ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকান্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।" তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বেকারত্বমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'র। প্রযুক্তিবান্ধব এ বিশ্ব নেতা যে 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন তারই আধুনিক রূপ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আইসিটি খাতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীসহ মোবাইল ফোন-এর শুল্ক হ্রাস করা; মোবাইলের কলচার্জ কমানো ইত্যাদি উদ্যোগ জাতির পিতার উন্নয়ন দর্শনের ব্যতিক্রম কোন ঘটনা নয়। মূলত তথ্য ও যোগাযোগ-ভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন তিনি তখনই দেখেছিলেন, যা প্রকাশ পেয়েছে পরে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ-ভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকাশ পায় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারে। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করলে তা পরিণত হয় সরকারের উন্নয়ন ম্যান্ডেটে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ স্বপ্নটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জিং স্বপ্ন, সাহসী স্বপ্ন। এটা অনেককেই সাহসী ও দূরদর্শি হতে শিখিয়েছে; বিপুল জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি বছর ২০০৯ থেকে প্রথম ১/২ বছর এর সমলোচনার যেন অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন সকল মানুষের নিত্যসঙ্গী; দেশের সকল জনসাধারণ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন; ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে; এবং আমরা সবাই ডিজিটাল বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, আইটি খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন দেশের আইটি খাতের এই চারটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সময়োপযোগী আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র, গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে। আইটি খাতে বিপুল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তায়নসহ সময়োচিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে স্তম্ভগুলি প্রতিনিয়ত শক্তি অর্জন করছে।

২০০৮ সাল পর্যন্ত ইন্টারনেট সুপার হাইওয়েতে সংযুক্ত হতে না পারার কষ্ট থেকে উঠে এসে দেশ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি খাতে বিশাল উন্নয়ন সাধন করতে পেরেছে। যা এখন অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয়। রাজধানী, জেলা, উপজেলা ছাড়িয়ে ইউনিয়ন পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮ শতাধিক ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক কেবল লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, দ্বীপাঞ্চল, হাওর, বিল কোনটাই বাদ পরছে না ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ থেকে। সংযুক্ত করা হচ্ছে গ্রামকে। সারা দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে ১৭ কোটির উপরে। গ্রামে বসে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে। দেশ আজ পরামাণু শক্তিধর রাষ্ট্র তালিকায় উন্নীত হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

মানননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কুল, কলেজের পাঠ্যক্রমে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন নতুন কোর্স চালু করছে। খোলা হয়েছে দেশের প্রথম ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থাপন করা হচ্ছে 'আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার'। এ পর্যন্ত ৪১৮৪টি স্কুল/কলেজে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ১/২ মাসের মধ্যে আরও ৫ হাজারটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। পরবর্তিতে আরও ১০ হাজার। দেশের ৬৪টি জেলায় স্থাপন করা হচ্ছে 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার'।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন করে গবেষণা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (অও), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, সাইবার সিকিউরিটি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ ও আইসিটি বিষয়ে মোট ২০ লক্ষের অধিক জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে আইওটি, রোবটিক্স, ডাটা-এনালাইটিক্সসহ বিভিন্ন খাতে। এসব খাতেও ইতোমধ্যে ২৮ হাজার ৫০০-এর অধিক জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

করোনাকালীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন ও যুগোপযোগি করতে আইসিটি বিভাগের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন থেমে না যায় সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে তা সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হচ্ছে। শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছেন অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে। "এডুকেশন ফর নেশন" এর মাধ্যমে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার জন্য সংযুক্ত করা হয় বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'। যেকেউ যেকোনো বিষয়ের ওপর এখানে শিক্ষালাভ করতে পারেন। এছাড়াও বাংলা টু আইপিএ কনভার্টার সফটওয়ার 'ধ্বণি' এর 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' এবং www.bangla.gov.bd 'ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তি' প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করা হয়েছে। গবেষণা হচ্ছে ব্লেন্ডেড শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন নিয়ে। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন আমাদেরকে বৈশ্বিক পালাবদলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহযোগিতা করছে।

দেশের আইসিটি সেক্টরকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী খাতের উন্নয়নের জন্য সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এধরণের গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস, ক্লাউড টেকনোলজি, অটোনোমাস ভেহিকল, সিনথেটিক বায়োলজি, ভার্চুয়াল/অগমেন্টেড রিয়েলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবট, থ্রিডি প্রিন্টিং ও ইন্টারনেট অব থিংকস বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করা যাবে। এধরণের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তিগত অবকাঠামো আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ডিজিটাল বাংলাদেশে সরকারেরর গৃহীত কার্যক্রম অনেক; সাফল্যের গল্পও অনেক। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ অফিসে নিজস্ব তথ্য বাতায়ন প্রস্তুত ও তথ্য প্রকাশের চর্চা শুরু করা হয়। এখন সারাদেশের ৫২ হাজার অফিসের তথ্যাদি জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ তথ্য সেবা দেয়া হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর দেশের ৪,৫৪৭ ইউনিয়নে একযোগে উদ্বোধন করেন 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে পরিচিত। এসব সেবাকেন্দ্রে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরণের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণার্থে প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে একজন পুরুষের সাথে একজন নারী উদ্যোক্তা রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ৮ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২০০ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এক হাজারের অধিক সরকারি সেবাকে অনলাইন সেবার আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি কাজে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজারের অধিক সরকারি অফিসের দেড় কোটির বেশি ফাইলের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দেশে ৩৯টি হাই-টেক/সফটটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। যার ৮টিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুকরেছেন। এখন পর্যন্ত ১২০টি প্রতিষ্ঠানের ৫৭০ কোটির অধিক টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে সরকারি নীতি ও আর্থিক সহায়তায় দেশে স্টার্টআপে বিনিয়োগ ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এসব বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এসব খাতে এখন পর্যন্ত ২০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা কর্মবাজার হিসাবেও বিরাট অংশের যোগান দিচ্ছে। লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৭ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ফ্রি-ল্যান্সিং সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। দেশে আইটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিকাশে ইনোভেশান ডিজাইন ও এন্ট্রোপ্রিনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত ২৩৬টি স্টার্টআপকে বিভিন্ন পর্যায়ের গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২০ সালে দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি ভেঞ্চার কেপিটাল কোম্পানী 'স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ লিঃ'। কোম্পানী এ পর্যন্ত ১১টি স্টার্ট-আপকে ফান্ড দিয়েছে।

দেশে তথ্য ও প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক শিল্প বিস্তারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসাবে ডিজিটাল ডিভাইস ও তার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। ডিজিটাল ডিভাইস শিল্প স্থাপনে বিনা শুল্কে মূলধনী ইকুইপমেন্ট আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে এবং সেটা অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার আইসিটি পণ্যের উন্নয়নের জন্য এ খাতের ওপর সবধরণের ট্যাক্স আগামী ২০৩১ সাল পর্যন্ত মওকুফ করেছে যা এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ইতোমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের আইটি/আইটিইএস রপ্তানি আয় ১.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নিত হয়েছে। অন্যদিকে, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সের বাজার ১.৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নিত হয়েছে যা মেইড ইন বাংলাদেশ নীতির কারণে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও দেশে উৎপাদিত পণ্য দেশীয় ই-কমার্স এর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানির প্রক্রিয়া সহজীকরণের মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। এগুলোই আগামীর উন্নত বাংলাদেশের ভিত হবে।

সারাবিশ্ব যখন করোনার প্রকোপে দিশেহারা তখন বাংলাদেশ অনেকটাই সাহস ও ধৈর্যের সাথে এই মহামারির মোকাবেলা করেছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে যখন গোটা বিশ্ব বিপর্যস্ত তখন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন পথ, যুগিয়েছে প্রেরণা। লাইভ করোনা টেস্ট, করোনা ট্রেসার প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতসহ করোনাকালে মন্ত্রিসভা বৈঠক, আদালতের কার্যক্রম, অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্যাকসিন কার্যক্রমসহ প্রায় সবকিছুই চলমান রাখা সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। প্রস্তুত করা হয়েছে জুম প্ল্যাটফর্মের ন্যায় 'বৈঠক'।

দেশের অভ্যন্তরীণ মেধা ও শক্তি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" পোর্টাল তৈরি করেছে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রোগামারদের একটি টিম। ০১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পোর্টালটিতে ৭ কোটি ২৮ লক্ষ মানুষ নিবন্ধন করেছেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে টেলিমেডিসিন সেবার আওয়তায় এনে চিকিৎসাসেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে আইসিটি বিভাগের তেরিকৃত সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CAMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৮৯ লক্ষেরও অধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ডিজিটাল উপায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অনুদান পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

করোনায় দেশের বিচারিক কার্যক্রম সচল রাখার তাগিদে ভার্চ্যুয়াল কোর্ট সিস্টেম (My Court) প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়। দেশের বিচার কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। সারাদেশে অধস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালে সাড়ে তিন লক্ষাধিক (৩৬৯,৭৩২) জামিনের দরখাস্ত ভার্চ্যুয়াল শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। জামিন পেয়ে জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন দেড় লক্ষাধিক (১৭৮,৫২০) হাজতি অভিযুক্ত ব্যক্তি। বর্তমানে ভার্চ্যুয়াল কোর্ট সিস্টেম (My Court) প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম বর্তমানে ২২৫টি আদালতে চলমান রয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আইসিটি বিভাগ তৈরি করেছে মুজিব হান্ড্রেড ডট গভ বিডি (mujib100.gov.bd) এবং মোবাইল অ্যাপস। এখানে মুজিব জন্মশতবর্ষ সম্পর্কে সকল তথ্য যে কেউ যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ তৈরি করেছে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য এনিমেশন চলচ্চিত্র 'মুজিব আমার পিতা'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত 'শেখ মুজিব আমার পিতা' অবলম্বনে তৈরিকৃত এটিই দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য এনিমেশন চলচ্চিত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অবলম্বনে অ্যানিমেটেড মুভি 'মুজিব ভাই' ও তাঁর জীবনী-নির্ভর অ্যানিমেটেড সিরিজ 'খোকা' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রজেকশনের প্রদর্শনী করা হয়েছে।

প্রযুক্তিখাতে আমাদের সফলতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশের প্রযুক্তিখাতের সফলতা আজ বিশ্বের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছে। দেশ পরিচিতি লাভ করেছে প্রযুক্তি-পণ্য প্রস্তুতকারক দেশ হিসাবে। অর্জিত হচ্ছে অনেক আন্তজার্তিক সম্মাননা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল অর্থনীতির আকার।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শকে সমুন্নত রেখে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও আধুনিকায়নে দেশের আইসিটি খাত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। যা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ভীষণভাবে প্রয়োজন।

লেখক : সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি নিউজলেটার

ডিজিটাল বাংলাদেশ: অগ্রগতির ১২ বছর

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

বিজয়ের অর্ধশত বছর পর বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়নশীল দেশের পথে এখন বাংলাদেশ। জীবনযাত্রার মান বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ ডিজিটাল জগতে প্রবেশ ও এর সদ্ব্যবহার। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ রোপণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে বেশ কিছু খাতে তাঁর উদ্যোগ ছিল গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতটি ছিল তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের বিস্ময়কর আবিষ্কার বিশ্বে ডিজিটাল বিপ্লবে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হয়ে উঠে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার দূরদর্শী চিন্তা থেকে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইটিইউ'র সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় তিনি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অগ্রগতির ১২ (বার)টি বছর। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে 'রূপকল্প ২০২১' নামে তথ্য-প্রযুক্তি-ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘের অনুমোদন পেয়েছে। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ৩টি মানদন্ডই পূরণ করেছে। ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্ল্যানারি সভায় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১-এর বাস্তবায়ন। আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কেবল স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। তথ্যপ্রযুক্তির বাহনে চড়ে দুরন্ত গতিতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল সেবা। শহর থেকে শুরু করে দুর্গম প্রান্তিক এলাকার পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের জীবনেও লেগেছে ডিজিটাল-স্পর্শ। আইসিটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হওয়ার কারণে করোনা মহামারিকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অফিস-আদালত, চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে। সরকার করোনা পোর্টাল, কোভিড ট্রেসার, কোভিড-১৯ ট্র্যাকার, ফুড ফর ন্যাশন ও হেলথ ফর ন্যাশনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে করোনা মোকাবিলা করছে। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) টিকা গ্রহণে নিবন্ধনের জন্য সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টিকা গ্রহণে আগ্রহীরা অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম সমর্থিত স্মার্টফোন থেকেই নিবন্ধন করার পাশাপাশি যাবতীয় তথ্য যাচ্ছে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন যাপিত জীবনকে বদলে দেয়ায় সফল এক অভিযাত্রার নাম। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এ যুগে বাংলাদেশ আজ সামনের সারির একটি দেশ।

১২ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভঃ কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনকে ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করার ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৮শ'টি ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। দেশের ২৮টি স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে ২৮টি হাইটেক পার্ক। সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৩,০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন লক্ষ্যে ১০,৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে জরুরি সেবা প্রদানের ৯৯৯ চালু, পেপ্যাল-জুম সার্ভিস ও গুগল মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু। বর্তমানে সারাদেশে ৮২৮০টি ডিজিটাল সেন্টারে মাধ্যমে ৩০০ এর অধিক ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা জনগণ গ্রহণ করতে পারছেন। দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ এখন মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজের আওতায়। মোবাইল ফোন গ্রাহকসংখ্যা ১৮ কোটি ১৩ লাখ ০২ হাজারে উন্নীত হয় (অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত, তথ্যসূত্রঃ BTRC)। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৯১ লাখ ০৮ হাজার। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মানবিক রোবট সোফিয়াকে এনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে দেশের মানুষকে পরিচিত করা তোলা। তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবমুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে সরকারি কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' এবং 'অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)' যৌথ সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোন স্থান হতে নাগরিকগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে, কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ই-নথির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি কেনাকাটায় ই-জিপি (ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) সিস্টেম চালু হওয়ায় কাগজ, কলম ও যাতায়াত খরচ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং অর্থের অপচয় সাশ্রয় হয়েছে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময়ও কমেছে। বিশ্বব্যাংকের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না থেকে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। পৃথিবীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ এখন এক নম্বরে। মোবাইল ফোনে লেনদেন হচ্ছে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ। ই-গভর্নেন্স এবং ই-বাণিজ্যের সুফল ইতোমধ্যে জাতি পেতে শুরু করেছে। যা ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

অপরদিকে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনায় রেখে যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের উপরে। সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে পতিত আবাদি জমিকে কাজে লাগিয়ে যে শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে ওঠার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হবে। আর এজন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিবিদ্যার অবাধ প্রসার ও প্রয়োগ।

রূপকল্প-২০২১-এর অবিচ্ছেদ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ। এর বাস্তবায়ন দেশের মানুষের সামনে সম্ভাবনার তোরণ দুয়ার খুলে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪টি মাইলস্টোন দিয়েছেন, প্রথম ২০২১ সালের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ, দ্বিতীয় ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা, তৃতীয় ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সালের জন্য। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তরুণ বয়সে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পরামর্শ ও তদারকিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্য ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, রূপকল্প-২০৪১-এ উন্নত দেশ এবং ২১০০ বছরের ভিশন ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নের পথকে মসৃণ করবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর পাশাপাশি উন্নয়নকে করবে টেকসই।

লেখক: মহাপরিচালক (দায়িত্বে)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে জিআরপি সফটওয়্যারের ভূমিকা

ড. অশোক কুমার রায়

দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার এক অনন্য দলিল। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় গত বার বছরে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। তবে এটিকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে আমাদের আরও কাজ করতে হবে এবং এর জন্য সময়ও লাগবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানান ধরণের তথ্য প্রযুক্তির বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজও করছে। তন্মধ্যে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করার কাজটি সবচেয়ে জটিল ও চ্যালেঞ্জিং। এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর দৈনন্দিন কাজগুলোকে ডিজিটালাইজ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলোকে চলমান রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। ই-গভর্নেন্স বা ই-সরকার হল ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করা। ইলেকট্রনিক শাসনকার্য পরিচালনায় সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে। জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজে সহজে ও দ্রুত অংশগ্রহণ করতে পারে, যার প্রভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা গতিশীল, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে সরকারের সেবাদান কার্য দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়। সরকারের ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে হলে সর্বপ্রথম দরকার দুটি জিনিস- একটি হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন আর অন্যটি হল সরকারি দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও আভ্যন্তরীণ তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সিস্টেম বা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। সরকার ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় অনেকদূর এগিয়েছে এবং কিছু ই-গভর্নেন্স টুলস বা অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করেছে যেমন ই-নথি, ই-জিপি, আইবাস++, জিআরপি (গভর্ণমেন্টরিসোর্স প্ল্যানিং) ইত্যাদি। জিআরপি সিস্টেমটি সরকারের দাপ্তরিক কার্যসমূহের ডিজিটালাইজেশনের জন্য একটি ভিত্তি। ইহা ৯টি মডিউল যথা- ১) ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, ২) মিটিং এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ৩) প্রকিউরমেন্ট, ৪) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ৫) হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ৬) অ্যাকাউন্টস, ৭) অডিট, ৮) বাজেট এবং ৯) প্রকল্প পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ এর সমন্বয়ে গঠিত একটি সুসংহত ইআরপি (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) সফটওয়্যার। বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ইহা প্রনীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যসমূহ সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সেগুলোর তদারকি করা যাচ্ছে।

সরকারি দপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ই-গভর্নমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, দেশীয় আইসিটি শিল্পের দক্ষতা বাড়ানো, এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার করে তৈরী ইআরপি সিস্টেমটি প্রাথমিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগে ব্যবহার করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের অন্যান্য সকল অফিসে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এ প্রকল্পের যাত্রা। কাগজে কলমে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে এ প্রকল্পটি শুরু হলেও ২০১৮ সালের মাঝামাঝি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পর থেকে প্রকল্পের প্রকৃত কাজ অর্থাৎ ইআরপি সিস্টেম তৈরীর কাজ শুরু হয়। গভর্ণমেন্ট বা সরকারের জন্য এই সিস্টেম তৈরী করা হচ্ছে বলে একে আমরা ইআরপি না বলে জিআরপি বলছি। অনেক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা সত্ত্বেও জিআরপি সফটওয়্যারের ৪টি মডিউল যথা- ইনভেন্টরি, মিটিং এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট এবং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফলভাবে তৈরীর পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই প্রোগ্রাম, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ উনয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এ দশটি দপ্তরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাজেট মডিউলটি বাস্তবায়নাধীন, এ্যাকাউন্টস মডিউলটির উন্নয়ন প্রায় শেষ হয়েছে কিছু ফাইন টিউনিং করলেই ব্যবহারযোগ্য হবে। অপর তিনটি মডিউলের উন্নয়ন চলছে।

দেশীয় সক্ষমতায় জিআরপি উন্নয়নের সুবিধাসমূহ

১. বিদেশী সফটওয়্যারের বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের কোন সফটওয়্যারের সাথে ইন্টিগ্রেশনের বিধান নেই, সেখানে জিআরপিতে ই-নথি, ই-জিপি, পিএমআইএস, আইবাস++ এর সাথে ইনটেগরেশনের সুবিধা আছে যা ই-সরকার ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে ডিজিটাল আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় নিশ্চিত করে।

২. সরকারের দাপ্তরিক কাজের ধরন ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পূর্ণধারণা (ডোমেইন নলেজ) থাকায় দেশীয় ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্ধন/পরিমার্জন (কাস্টমাইজেশন) সহজতর ও সাশ্রয়ী।

৩. বিদেশী ইআরপি সফটওয়্যারগুলো পাশ্চাত্যের ডিজিটাল অভ্যস্ত কমিউনিটির জন্য তৈরী যা ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের সরকারি ঘরানার দপ্তরিক কাজের জন্য জটিল। অপরপক্ষে জিআরপি সফটওয়্যার আমাদের সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশী ধাচের ডিজাইনে উন্নয়নকৃত।

৪. রাষ্ট্রীয় তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

৫. পাইলটিং এর শেষে সরকারের অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলো নূন্যতম পরিবর্তন/পরিমার্জনের মাধ্যমে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

৬. কম্পিউটিং টেকনোলজির অত্যাধুনিক কাঠামো মাইক্রোসার্ভিস আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হবে। যে কারণে সফটওয়্যার কোন একটি সার্ভিস বন্ধ হলেও অপর সার্ভিসগুলো সচল থাকবে।

৭. ক্লাউড সার্ভার ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে ব্যাপক ব্যবহারকারীকে একসঙ্গে সার্ভিস দিতে পারবে।

জিআরপি'র সিস্টেমের মত বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সফটওয়ার কোম্পানির ইআরপি সিস্টেমের কাস্টমাইজেসন ও বাস্তবায়ন ব্যয় জিআরপি অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে পাঁচ গুণ বেশি। মেইনটেনেন্স ব্যয় জিআরপি'র তুলনায় অন্ততঃপক্ষে তিন গুণ বেশি। আন্তর্জাতিক সফটওয়ার কোম্পানির ইআরপি সিস্টেমের জন্য প্রতিবছর লাইসেন্স ফী বাবদ গ্রাহক প্রতি প্রায় ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রয়োজন পড়বে যা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সফটওয়্যার হওয়াতে জিআরপির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবেনা।

লেখক: প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) বাংলাদেশ
ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১
১২ ডিসেম্বর

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

আইসিটি নিউজলেটার

পৃষ্ঠা - পাঁচ

বঙ্গবন্ধু এবং ডিজিটাল বিপ্লব

অজিত কুমার সরকার

স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের লিগ্যাসি ও বিদ্যমান বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগগুলো কী ছিল? শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার উদ্যোগ ও কার্যক্রমগুলোর দিকে তাকানো যাক। একেবারেই শূন্য থেকে তিনি সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু করেন। এর মধ্যে অন্যতম ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের নানা উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভারগ্রহণ করেন, এর তিন বছর আগে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে শুরু হয় ডিজিটাল বিপ্লব। ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ শুরু হয়। ১৯৭২ সালে নাসা মহাকাশে আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট (ইআরটিএস) পাঠায়। বঙ্গবন্ধু তা গভীরভাবে অবলোকন করেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আর্থ-সামাজিক জরিপ ও তথ্য আদান-প্রদানে ইআরটিএস স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ-স্টেশন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা করেন। রেডিও-টেলিভিশনের মতো প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনেরও নির্দেশ দেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী ও সুচিন্তিত অন্যতম সেরা উদ্যোগটি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার। কারণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের চাবিকাঠি। তাই তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। ১৯৭২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্দীপনাময় ভাষণে কমিশনের সদস্যদের স্বাধীনভাবে সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণে রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে।' (জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭৪)। বঙ্গবন্ধু ছিলেন কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে। ১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে স্নাতক ও ফ্যাকাল্টি সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা যা পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলেও অব্যাহত থাকে, তা শুধু কেরানি তৈরি করেছে।' বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেখে খুশি হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন মানুষের সৃজনশীলতা, বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতির মাধ্যমে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ রচনায়। তা প্রতিফলিত হয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, এমনই একজন নেতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেমে যায় দীর্ঘ ২১ বছর প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের সব উদ্যোগ। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার বঙ্গবন্ধু সরকারের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করে। আধুনিক প্রযুক্তি বরণে তাদের মধ্যে ছিল নেতিবাচক মানসিকতা। ১৯৯২ সালে খালেদা জিয়ার সরকার বিনা অর্থে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার আন্তর্জাতিক সাবমেরিন কেবল সি-মি-উই-তে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। ইন্টারনেটে যুক্ত হলে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে এমন খোঁড়া যুক্তির কথা তখন শোনা গিয়েছিল।

তবে প্রযুক্তিবিমুখ চিন্তা-চেতনার বিপরীতে ২১ বছর পর আধুনিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক আরেক দূরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ ডিজিটাল বিপ্লবে পথ চলার তোরণ আবারও উন্মোচিত হয়। তার সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন মানুষের কাছে সহজলভ্য করে। ২০০৯ সাল থেকে 'রূপকল্প ২০২১' সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও তদারকিতে বিগত বারো বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হওয়া ডিজিটাল কার্যক্রমের পাঁচটি বেস্ট প্রাকটিস মডেল- ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি এবং এসডিজি ট্রেকার বাস্তবায়িত হচ্ছে সোমালিয়া, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ফিজি, ফিলিপাইন এবং প্যারাগুয়েসহ বিদেশের মাটিতেও। এর পরও ই-বাংলাদেশ বিনির্মাণ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও ২০৪১ সালে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

লেখক: কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

লুৎফুর রহমান

সময়টা ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রস্তুতির সময়ের। রাজশাহীতে আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হন প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও আদিবাসী সাগারাম মাঝি। আমি ঐ সময় প্রায়ই ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। ছবি তোলাই তখন আমার নেশা। একদিন সাহেব বাজার বড় মসজিদের কাছে ডাঃ নন্দীর চেম্বারে গিয়ে দেখি সেখানে আমার নিকটতম প্রতিবেশী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, প্রথম নাথ বিশী, প্রফুল্লনাথ বিশী ও ডিভিশনাল কমিশনার খুরশীদ সাহেব তুখোড় রাজনৈতিক আলাপে মেতে আছেন। আমি যেতেই আমাকে দেখে প্রফুল্ল নাথ বিশী বলে উঠলেন, "শুধু কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরলেই হবে? কাল যে রাজশাহীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান আসছেন জানো? তাঁদের ছবি তুলবে না?

সোহরাওয়ার্দী আর শেখ মুজিব তখন দেশ বরেণ্য নেতা। তাঁদের ছবি তুলতে পারা মানে তো নিজেই ধন্য হয়ে যাওয়া। কাজেই প্রফুল্ল নাথ বিশীর কথায় এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলাম এবং সারা রাত গভীর উত্তেজনায় কাটালাম এই ভেবে যে, কখন নেতারা আসেন। কখন আমি তাঁদের ছবি তোলার সুযোগ পাই।

পরদিন নির্দিষ্ট সময় তাঁরা আসেন। আমি ও নানা ভংগীমায় তাঁদের অনেক ছবি তুলি। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু ঐ সময় আমাকে বলে ছিলেন, ছবি ভালো তুলে আমাদের অবশ্যই কপি দিতে হবে, আমরা পত্রিকায় ছাপাবো। এই ছিল বঙ্গবন্ধুকে আমার দেখা। এরপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ৭০-এর নির্বাচনের দিন। তখন আমি ঢাকায় স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ে করে সংসার ও হয়েছে। আমার বড় মেয়ে ক'দিন ধরে ছিল অসুস্থ। তার জন্যে কিছু ফল কিনতে যাই গুলিস্তান। স্বভাববশতঃ আমার কাঁধে ছিল ক্যামেরা। ফল দোকানের পাশেই রাস্তার ওপাড়ে একটি প্রেসের উপর তলায় ছিল আওয়ামী লীগের অফিস। ফল কিনে নিয়ে নির্বাচনের খবর জানার জন্যে আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। গিয়ে দেখি সেই ১৬ বছর আগে দেখা আজকের দেশ বরেণ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসে বসে আছেন। যে আসছে তাকেই তিনি নির্বাচনের খবর জিজ্ঞাসা করছেন। এর মধ্যেই হঠাৎ আমার হাতের পোটলার দিকে নজর গেল তার। আমাকে চিনতে পারলেন কি পারলেন না, তবু খুব আপন ভাবে বললেন, ওটা কি করে? আমি বললাম, আমার মেয়ে অসুস্থ, তাই তার জন্যে কিছু কমলা কিনে নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, আরে ধ্যোৎ আমি এখানে পিপাসায় ছটফট করছি, আর তুই বাসায় নিয়ে যাচ্ছিস কমলা। দে-দে ওটা আমাকে দে।

আমি ঠোঙাটা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলাম। তিনি একটার পর একটা কমলা খেয়ে চললেন। আর আমি তার কমলা খাওয়া অবস্থায় গোটা কয়েক ছবি তুললাম। তারপর বিদায় নিয়ে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার পকেটে তখন গাড়ি ভাড়া ছাড়া আর একটা পয়সাও নেই। স্ত্রী আর অসুস্থ মেয়েকে গিয়ে কি বলবো মনে মনে তাই ভাবছি। নিচে নামার জন্যে আওয়ামী লীগ অফিসের সিঁড়িতে পা রাখতেই একজন অপরিচিত লোক কয়েক ডজন কমলার একটি বড় ঠোঙা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতভম্ব। এমন সময় বঙ্গবন্ধু উচু গলায় বলে উঠলেন আমার হয়ে তোর মেয়েকে দিস। এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে আমার চোখে সাথে সাথে পানি এসে গেল।

১৯৫৪ সালে রাজশাহীতে নৌকায় করে পদ্মা পাড়ি দিচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
আলোকচিত্র: শিল্পী লুৎফর রহমান, সংগ্রহ: মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু

এরপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা ৭১ এর ২৫ মার্চ। কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার রেডিওতে তার গান শেষে বললেন, বঙ্গবন্ধুর বাসায় যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর বাসার কথা শুনে আমিও তার সঙ্গ নিলাম। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেখি তিনি খুব ব্যস্ত। বাইরের কক্ষে বসে নানা বিষয়ে পাকিস্তানীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। আমাদের দেখেই বললেন, যা ভেতরে গিয়ে বোস। এখন সময় নেই। আমরা ভেতরের রুমে গিয়ে বসলাম। বেগম মুজিব তখন সেখানে বসে পান চিবুচ্ছেন। মিনিট দুয়েক পর বঙ্গবন্ধু ভেতরে ঢুকে বললেন, কামালের মা, তুমি তো বসে পান চিবুচ্ছ, কিন্তু আমার ছেলেদের কিছু খেতে দিয়েছো?

তখন বেগম বললেন, তুমি তো কেবল অর্ডার দিয়েই খালাস, কিন্তু ঘরে কি কিছু আছে যে দেবো? তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, ঠিক আছে, ওরা তো আমারই ছেলে, কিন্তু না থাকলে মুড়িই অন্ততঃ দাও। এই ছিলেন মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভরা একটি মনের অধিকারী বঙ্গবন্ধু।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক আগ্রহী ব্যক্তি বাংলাদেশে আসতেন। এদের মধ্যেই একদিন এলেন ভারতের একজন প্রভাবশালী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। তার সাথে আমারও পরিচয় হলো। আমি তাকে আমার তোলা বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি দেখালাম। এর মধ্যে একটি ছিল বঙ্গবন্ধুর চা পানের ছবি। ঐকি তাকে দেয়ার জন্যে তিনি খুব পীড়াপিড়ী করতে লাগলেন। এমনকি এ ছবির বিনিময়ে আমাকে ৫ হাজার টাকা দেয়ারও অফার দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এতো সুন্দর সুন্দর ছবি থাকতে ঐ চা পানের ছবিটির প্রতি ভদ্রলোকের এতো দুর্বলতা কেন? আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। খুব করে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, এ ছবিটি আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাবো। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ছবি দেয়ার প্রস্তাব এবার পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে বললাম, যত টাকা দিন এ ছবি আমি দেবো না। আমার নেতা বাঙ্গালী জাতির জনককে আমি চায়ের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হতে দিতে পারি না।

স্বাধীনতার পর ভারত থেকে বাংলাদেশে ঘুরতে এলেন বাংলা গানের কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারের জন্যে তার গাওয়া কিছু গান তখন রেকর্ড করা হলো। রেকর্ডিংয়ের পর বেতারের তৎকালীন আঞ্চলিক পরিচালক কামাল লোহানীর কক্ষে তাঁকে আপ্যায়িত করা হলো।

জনাব লোহানীর সাথে আলাপচারিতার ফাঁকে শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের বাসনা ব্যক্ত করলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে সদল বলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে চলে এলাম। বঙ্গবন্ধুর তাঁর সামনে আসতেই তিনি সশ্রদ্ধাচিত্তে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, একি করলেন হেমন্ত বাবু, যাঁর গান শোনার জন্যে দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ পাগল, সেই আপনি আমার, মত একজন নগন্য ব্যক্তিকে প্রণাম করে আমাকেই লজ্জা দিলেন।

এর জবাবে শ্রী মুখোপাধ্যায় গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি লজ্জিত হবেন কেন, বাঙ্গালি জাতির জনককে প্রণাম করতে পেরে আমিই বরং ধন্য হলাম।

স্বাধীনতার পর ভারতে বাংলাদেশের যে সমস্ত নোট মুদ্রিত হতো তার মধ্যে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত নতুন নোট বাজারে ছাড়া হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্র শিল্পীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর অনেক ছবি ছিল। তার থেকে একটি ছবি আমি প্রেস ডিপার্টমেন্টে জমা দেই।

পরবর্তীতে ছবি নির্বাচন করা হলে দেখা গেল আমার জমা দেয়া ছবিই মনোনীত হয়েছে। খুশিতে আমার তখন দিশেহারা হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

এরপর বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছবি আমি আর কাউকে দিয়েছি কিনা। আমি চিন্তা করে বললাম, বঙ্গবন্ধুর তিনজন ভক্তকে তিন কপি দিয়েছি। তারা ঐ ছবিগুলি ওদের কাছ থেকে অবিলম্বে ফেরৎ নিয়ে নিতে বললেন এবং তিনজন ফোর্সসহ আমাকে একটি জীপে উঠিয়ে দিলেন। আমি ঐ তিন জনের বাড়ি গিয়ে ছবি তিনটি ফেরৎ নিয়ে নিলাম। আমার কাছ থেকেও ঐ ছবির নেগেটিভ নিয়ে নেওয়া হলো। তারপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কবে আমার তোলা ছবি নোটে দেখতে পাব। এক সময় অপেক্ষার অবসান ঘটলো। আমার নিজের হাতের তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবি পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোটে মুদ্রিত দেখতে পেলাম। ঐ ছবির সম্মানি হিসেবে নোট মুদ্রণকারী বিদেশী সংস্থা হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমার হাতে একটি দামী ক্যামেরা তুলে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে তার প্রেস সেক্রেটারী আমিনুল হক বাদশা সচিবালয়ে ডেকে নিয়ে আমার নগদ ৩ হাজার টাকা তুলে দিলেন। তিনি বললেন, এ টাকার পুরস্কার বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় পুরস্কার সব জায়গাতে সবার হাতে হাতে আপনার ছবি থাকবে। বাস্তবিকই তাই। আমার তোলা ছবি সবচেয়ে মূল্যবান জায়গায় স্থান পেয়েছে একজন ফটোগ্রাফারের জীবনে এর চেড়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশী সদালাপী লুৎফর রহমান ১ পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তার পুত্র মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক কন্যা অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। বাকী দু'জনকে প্রতিষ্ঠিত ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। প্রখ্যাত এই আলোকচিত্রী ২০০৬ সালে মারা যান।

লেখক: প্রবীণ আলোকচিত্র শিল্পী
বাংলাদেশ বেতার

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের ফটোগ্যালারী

২০১৭

২০১৯

২০১৮

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের ফটোগ্যালারী

২০২০

আইসিটি নিউজলেটার

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের উদ্দেশ্য, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

পটভূমিঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপায় হিসাবে সরকার আইসিটি সেক্টরকে চিহ্নিত করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তত্বাবধানে সৌদিআরবে ১৫টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ" সারাদেশের ৮০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় বিগত ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ ও কর্মসংস্থানের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" অনুমোদিত হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৫০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান) "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যেগ ও অবদান এবং স্মৃতি বিজড়িত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টেও শোকাবহ ইতিহাস সম্পর্কে সারাদেশের লাখো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, তরুণ-তরুণী এবং জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন, উজ্জিবিতকরণ, অবহিতকরণ ও আগ্রহীকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত সকল কম্পিউটার ল্যাবসমূহকে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যঃ

১। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা ।

২। ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহকে স্থানীয় সাইবার সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা।

৩। ডিজিটাল শিক্ষা ও তথ্য সেবা সম্প্রসারণ/সহজলভ্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি ক্ষেত্রে সামর্থ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

৫। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে বিশ্বের ৯টি ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে হাজারো বেকার যুবক-যুবতীদেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৬। আগামীর প্রযুক্তির সম্পর্কিত জ্ঞান ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

অর্জনঃ

ক) আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণঃ

SDG Goal # 8-এ সবার জন্য মানসম্পন্ন ও টেকসই শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি জ্ঞান সম্প্রসারণে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৮০০০টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫০০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। " স্থাপিত ২৯০১ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" এবং "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম" সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষকসহ মোট ৫৮০২ জনকে CRI (Centre for Research and Information) কর্তৃক জেলাভিত্তিক ০১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত ২৯০১ টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব"

"যে জাতি যত বেশি প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি হবে তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রযুক্তিগত রূপান্তর এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ডিজিটাল আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন"

এবং "শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ৮৭০৩ জন শিক্ষককে ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এছাড়া আরও ৩৬০২০ জন শিক্ষককে ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ১০ (দশ) দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

খ) দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাঃ

SDG Goal # 8-এ উল্লেখিত সবার জন্য টেকসই ও মানসম্পন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ও সামাজিক উন্নায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে দেশে আইসিটি সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত। দেশের সফটওয়্যার নির্মাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ এক ঝাঁক শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম যারা ফ্রিল্যান্সিং পেশার সাথে জড়িত। বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কর্মরত। এসব প্রবাসী ও শিক্ষিত ফ্রিল্যান্সারদের বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে এরা বিশ্বের বিভিন্ন নামি-দামী প্রতিষ্ঠানে ভাষাগত দক্ষতার কারণে কাজ করার সুযোগ পাবে। ফলে দেশে বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ বাড়বে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের আওতায় স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ৯ টি বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) ১০২৪ জন ভাষা প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সিএসই বিভাগ, বুয়েটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছেও সার্টিফিকেট বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

গ) দারিদ্রতা দূরীকরণঃ

SDG Goal #1 - এ উল্লিখিত দারিদ্রতা দূরীকরণে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শেখ রাসেল ডিজিটাল লাবের আওতাধীন ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ল্যাবের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে কম্পিউটারের বেসিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে গ্রামের অসহায় দরিদ্র পরিবারের যুব-যুবতীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন কম্পিউটার বিষয়ক কাজ করার মাধ্যমে দরিদ্রতা ঘোচাচ্ছে। এছাড়া বেকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা মাদকাশক্তিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকছে ফলে সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ রক্ষা পাচ্ছে।

ঘ) টেকসই অবস্থাঃ

• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের ৬৪ জন ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৯২ জন নিজস্ব আইসিটি অফিসার ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ দিয়ে তা মনিটরিং এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২৩/১০/২০১২ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিপত্র অনুযায়ী ল্যাবগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

• প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় একটি করে সেমিনার আয়োজন করার মাধ্যমে ল্যাব স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যাবলি ও প্রত্যাশিত ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

• আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে ল্যাবগুলোকে মনিটরিং করার জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হচ্ছে।

• স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ল্যাব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। কোন ইকুইপমেন্ট বা তার যন্ত্রাংশ বিকল হলে তা তাৎক্ষণিক মেরামত করা হচ্ছে।

কেন শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারঃ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি- বিশেষ করে ন্যানো, ক্লাউড, আইওটি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতিশীল ড্রোন, ব্লকচেইনের মতো নিত্যনতুন প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছু পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করবে। তাই সারাদেশের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রান্তিক পর্যায়ের তরুণ-তরুণীদের সৃজনশীলতা ও অজানা সুযোগ প্রস্ফুটিত, উজ্জিবিত এবং আগ্রহীকরণের লক্ষ্যে এই "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার"। "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের" উদ্দেশ্যই হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগামীর প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। এলক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সারাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" স্থাপন করা।

কি থাকবে এই শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার-এঃ

• স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং শেখার সুযোগ সৃষ্টিঃ শিক্ষায় সৃষ্টিশীলতা, দক্ষতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কর্মজীবনে উৎপাদনের দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিয়ে ১৫০০০ ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পাইথন প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

• ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সরবরাহঃ স্কুল অফ ফিউচারের ক্লাসরুমগুলোতে প্রোগ্রামেবল পেয়িং ইনস্টরুমেন্ট অজ/ঠজ গিয়ার এবং অন্যান্য এডভান্স লেভেলের আরডুইনো হার্ডওয়্যারসহ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সমৃদ্ধ উন্নতমানের হার্ডওয়্যার প্রদান করা।

• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্টঃ স্কুল অফ ফিউচারের ক্লাসরুমগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবোটিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা।

• আধুনিক ও নান্দনিক ক্লাসরুমঃ গতানুগতিক ক্লাসরুম ধারা পরিহার করে লার্নিং স্পেস তৈরি করা হবে। লার্নিং স্পেসগুলোতে আধুনিক ও নান্দনিক পুনঃবিন্যাস যোগ্য, স্থানান্তর যোগ্য, আধুনিক ও নান্দনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র সরবরাহ ও ক্লাসরুমকে রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

যে জাতি যত বেশি প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি হবে তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রযুক্তিগত রূপান্তর এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ডিজিটাল আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ণের জন্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৩০০টি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের" ব্যবস্থা করা হবে। "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের" বিভিন্ন ফ্রন্টইয়ার টেকনোলজিসহ ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্ট বোর্ড, থ্রী-ডি প্রিন্টার, আরডুইনো স্টার্টার কিট, রোবোটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, প্রোগ্রামেবল পেয়িং ইন্সট্রুমেন্ট, এআর/ভিআর গিয়ারসহ অন্যান্য এ্যাডভান্সড প্রযুক্তির হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্থাপনের সংস্থান থাকবে। এছাড়া সারাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে EDC (Extended Digital Connectivity) প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১০০০০ (দশ হাজার) টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

লেখক: প্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

রাসেলের মানবিক দিকগুলো শিশুদের কাছে তুলে ধরতে হবে: পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম ও শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা পরিণত করতে হবে।

তিনি বলেন, আর কোনো শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে না, ধর্মীয় পরিচয়ে কাউকে নির্যাতিত হতে হবে না, মুক্তিযুদ্ধেও চেতনায় জাগ্রত হয়ে এসব নিশ্চিত করতে পারলেই শেখ রাসেলের আত্মা শান্তি পাবে। প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেম-এ

"শেখ রাসেল দিবস ২০২১" উপলক্ষে "শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তান, বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী, এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক মুন্নী সাহা, আন্তর্জাতিক শিশু পুরস্কার বিজয়ী সাদাত রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নবনীতা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি, লেখক নাট্যকার ও সাংবাদিক আনিসুল হক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ রাসেলকে হত্যা করতে যাদের হাত কাপেনি তাদের উত্তরসুরীরাই দেশে বর্তমানে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করতে চাচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তারা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের পর অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দুটি প্রজন্ম কেন বড় হল না, তার উত্তর আমাদেরই দিতে হবে। শিল্প সাহিত্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ হয় যা সেই সময় হয়নি।' বললেন তিনি।

শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে মুক্তি যুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত করে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী পলক।

প্রথমবারের মতো দেশে ও বিদেশে পালিত হলো
শেখ রাসেল দিবস-২০২১

"শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" এ প্রতিপাদ্যে নিয়ে আগামীকাল ১৮ অক্টোবর প্রথম বারের মত 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী জেলা-উপজেলা এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয় শেখ রাসেল দিবস ২০২১।

দিবসটি উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কেন্দ্র, হল অব ফেম-এ "কনসার্ট ফর পিস এ্যান্ড জাস্টিস" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

দিবসটি উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জনকূটনীতি অনুবিভাগ হতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি,

উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং শিক্ষা, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১০টি শেখ রাসেল স্বর্ণপদক, শেখ রাসেল পদকপ্রাপ্ত ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ২০টি ল্যাপটপ, এলইডিপি'র আওতায় মূল অনুষ্ঠানে ৫টি এবং স্ব স্ব জেলায় ৩৯৯৫টি মোট ৪,০০০টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। এছাড়া শেখ রাসেল শিশু-কিশোর পরিষদ ৬০টি পুরস্কার বিতরণ করে। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর সকাল ০৬:০০ টায় বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) হল অব ফেম-এ শেখ রাসেল দিবস-এর উদ্বোধনী ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

দিবসটি উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, হল অব ফেম-এ "শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বুদ্ধিজীবীগণ আলোচক হিসেবে অংশ্রগ্রহণ করবেন। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ, শেখ রাসেল-এর উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রসমূহ প্রদশিত হয়।

অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, শেখ রাসেল ছিলেন অতিথি পরায়ন, বন্ধুবৎসল ও প্রাণচাঞ্চল্য ভরপুর একজন শিশু। শেখ রাসেলের এই অকাল প্রয়াণে সুখ-দুঃখ হয়তো কোনদিন আমাদের শেষ হবে না।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন প্রযুক্তি খাতে ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে শিশু-কিশোরদেরকে পারদর্শী করে তুলতে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য দৌহিত্র প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনা এবং তার পরামর্শে সারা দেশে ৮০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো নতুন করে ৫০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সাথে সাথে ৩০০ টি সংসদীয় আসনে "স্কুল অফ ফিউচার" এ বছরেই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পলক আরও বলেন একটি শিশুও যেন পথে না থাকে, গৃহহীন না থাকে তার জন্য সরকারের ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদের মহাসচিব কে এম শহীদুল্লাহ ।

হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে: পলক

আগামী বছর ৩৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে বলেও মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের ১১টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের অধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। যেখানে দেশের তরুণ বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। জেলা শহরের উপকণ্ঠে বসন্তপুর মাঠে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন- 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' ট্রেনিং নিয়ে তরুণ-তরুণীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো. রাফিউল আলম, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী অনিরুদ্ধ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের এসজিপি, পিএসসি, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফট্যানেন্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম। অনুষ্ঠানে শারিরীক প্রতিবন্ধী ৫ জন এবং আউটসোর্সিংয়ে অবদান রাখায় আরও ৫ জনকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়।

অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বৈপবিক পরিবর্তন ও অবদানের জন্য সজীব ওয়াজেদ জয়কে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের পক্ষে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অ্যাসোসিও এর বর্তমান চেয়ারম্যান ডেভিড এর পক্ষে ইমিডিয়েট চেয়ারম্যান সারাকনন্দা পুরস্কারটি হস্তান্তর

শুক্রবার (১২ নভেম্বর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ২০২১ (ডবিউসিআইটি২০২১)' এর দ্বিতীয় দিনে এশিয়াা-ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) সজীব ওয়াজেদ জয়কে এ পুরস্কারে ভূষিত করে।

করেন। এর আগে সম্মেলনে 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড নাইট' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিও'র সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এইচ কাফি এ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এর আগে ১৯৯৭ সালে এ পুরস্কারে ভূষিত হন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ, ২০০৪ সালে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা এবং ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারীর ক্ষমতায়নের সফল উদাহরণ ডিজিটাল সেন্টার: পলক

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল মাধ্যম পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার পথ ও গতানুগতিক মানসিকতা ভেঙে দিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার সাহস তৈরি করে দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। নারীদের ক্ষমতায়ন ও তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার সফল উদাহরণ ডিজিটাল সেন্টার।

দিচ্ছে। অপর দিকে ই-কমার্সের মাধ্যমে উদ্যোক্তা-উৎপাদকদের পণ্যগুলো বিপণন ও সরবরাহের জন্য পয়েন্ট অব ডিজিটাল হাব বা ডিজিটাল ডেলিভারি হিসেবে সেগুলোকে ব্যবহার করছেন।

তিনি আরও বলেন, নারীদের যেসব উদ্যোগে রয়েছে, সেখানে প্রতারণার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। সে কারণে

নারীর ক্ষমতায়নের সফল উদাহরণ ডিজিটাল সেন্টার: পলক

প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত নারী উদ্যোক্তা বাংলাদেশের উদ্যোগে 'দ্য পাওয়ার অব ওমেন ২০২১' অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

পলক বলেন, বলেন গ্রাম পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার এই পরিবর্তন আনতে সক্ষম অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখন কম্পিউটার ব্যবহার ও ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করে একজন নারী ও পুরুষ আইটি উদ্যোক্তারা প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে

ই-কমার্সে বিশাল একটা প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছে। যেখানে ৩ লক্ষাধিক উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান রুপা আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পীরজাদা শহীদুল হারুন, পদ্মা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী মো. এহসান খসরু প্রমুখ।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT

তথ্য ও সেবা প্রদান বিষয়ক ই-গভর্ন্যান্স বিধানাবলি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত

বাংলাদেশে এই প্রথম ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপনের সমন্বয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

সরকারি দপ্তর থেকে দক্ষতার সঙ্গে তথ্য ও সেবা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এটি। এছাড়া এই বইটির মাধ্যমে মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিদ্যমান বিধি-বিধানসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে হাতের কাছে পাবেন। বুধবার সরকারি দপ্তর থেকে তথ্য ও সেবা প্রদান বিষয়ক "ই-গভর্ন্যান্স বিধানাবলি" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রি প্রোমোশন এ সুনির্দিষ্ট চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দাঁড়িয়েছে। এ চারটি স্তম্ভের মধ্যে ই-গভর্মেন্ট অন্যতম একটি শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয় স্তম্ভ। দেশের সরকারি সিস্টেমে যারা আছেন তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, শ্রম ও মেধার বিনিময়ে আমরা এ স্তম্ভটিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি।

সচিবালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সরকারের সকল দপ্তরে প্রায় ৫২ হাজার ওয়েবসাইট রয়েছে। দেশের মানুষ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ৮ হাজার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজার উদ্যোক্তা দেশের মানুষকে সরকারি সেবা দিচ্ছে। তিনি ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে কোন কৌশল, নীতিমালা ও আইন দরকার হবে সে বিষয় এখনই কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. আব্দুল মান্নান ও অর্থ বিভাগের উপসচিব ড. শিরিন সবনম। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের দপ্তর ও সংস্থা প্রধান ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। ই-গভর্ন্যান্স বিধানাবলি সংকলনটির ওপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান।

ই-গভর্ন্যান্স বিধানাবলি সংকলনটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হতে জারিকৃত ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত মোট ১৫টি আইন, ০৮টি বিধিমালা, ১২টি নীতিমালা, ০৮টি কৌশলপত্র, ১৬টি নির্দেশিকা এবং ৩০ টি পরিপত্র ও অফিস স্মারক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সরকারের অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এর নতুন সংস্করণ পরীক্ষামূলকভাবে উদ্বোধন

নাগরিক অভিযোগসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বা গ্রিভেন্স রিডরেস সিস্টেম (জিআরএস) সাতক্ষীরা জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। জিআরএস প্রথম চালু করা হয় ১৯৮৬ সালে। ২০১৫ সালে ২১টি জেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই সিস্টেমটির অনলাইন সংস্করণ চালু করে। কিন্তু সিস্টেমটির কার্যক্রম শুধুমাত্র জেলা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে এটির পরিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। নতুনভাবে অনলাইন জিআরএস সিস্টেমটি পরীক্ষামূলকভাবে সাতক্ষীরার সদর ও আশাশুনি উপজেলায় শুরু করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইন জিআরএস এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি বাংলাদেশের ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যান নুয়েন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্যানেল হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), এটুআই; মোঃ খালেদ হাসান, যুগ্ম সচিব, সোশ্যাল সেফটি নেট (এসএসএন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; আঙ্গা আর টিমিলসিনা, এন্টি-করাপশন গ্লোবাল অ্যাডভাইজার, ইউএনডিপি, এসিপিআইএস; এসআইডিএ এর প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধি আসাদুজ্জামান বাবু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ইউএনডিপি, এটুআই, আইসিটি বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

জিআরএস এর নতুন সংস্করণটিতে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ এবং ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যুক্ত করা হয়েছে। জিআরএস অ্যাপের মাধ্যমেও নাগরিকগণ অনলাইনেও তাদের অভিযোগ তুলে ধরতে পারবেন। ফলে নাগরিকদের অভিযোগের সমাধান করার জন্য এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার এবং এসডিজি-১৬ অর্জনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রধান অতিথি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, "নাগরিকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। নাগরিকগণ এখন সশরীরে সরকারি দপ্তরে না এসেও ঝামেলাবিহীন অনলাইনে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন"। তিনি বিশ্বাস করেন যে, নতুন এই সিস্টেম নাগরিকদের অভিযোগ করতে আরো বেশি কার্যকর হবে এবং একইভাবে নাগরিকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।"

বিশেষ অতিথি ভ্যান নুয়েন, বলেন, "জিআরএস হল সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহণকারীদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে একীভূত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।" তিনি নাগরিকদের জিআরএস ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন। নাগরিকদের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, প্ল্যাটফর্মটিকে সফল করতে নাগরিকদের অবশ্যই সিস্টেমটি ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভিযোগ দায়ের না করেন, তাহলে সেবা প্রদানকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।" তিনি তার বক্তব্যের শেষে বলেন, "অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে সক্ষমতার পাশাপাশি নতুন জিআরএস বৃহত্তর সেবা সরবরাহের পথ প্রশস্ত করতে পারে, যা বৃহত্তর নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে এসডিজি-১৬ অর্জন করতে সহায়ক হবে।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আরিফুর রহমান; এরপর নতুন জিআরএস সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মো: মোখলেসুর রহমান। খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ জিআরএস-এর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে ধারণা দেন এবং কীভাবে অফলাইন ও অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিকদের সর্বোচ্চ সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে তা ব্যক্ত করেন।

আইটি শিল্পের বিকাশ, গবেষণা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান'

হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং, গবেষণা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে আইটি পার্ক, উজবেকিস্তান ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সম্প্রতি আমরা মাত্র চার বছরে উজবেকিস্তান কীভাবে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলো তা দেখতে ও জানতে তাশখন্দের ইনোভেশন সেন্টার পরিদর্শন করি। তখন তাশখন্দে উজবেকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল টেকনোলজি উপদেষ্টা অলিমজন ইমারাভ ও উদ্ভাবনী উন্নয়নমন্ত্রী ইব্রোখিম ওয়াই আবদুর আখমনভের সঙ্গে বৈঠককালে জানতে পারি তারা গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এবং ইতিমধ্যে তারা এক্ষেত্রে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগও পেয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল তাসখন্দে উজবেকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল টেকনোলজি উপদেষ্টা অলিমজন ইমারাভ ও উদ্ভাবনী উন্নয়নমন্ত্রী ইব্রোখিম ওয়াই আবদুর আখমনভের সঙ্গে বৈঠক করেন। তখন বাংলাদেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি বা আইটি এবং 'আইটি এনাবল' সেবা নিতে আগ্রহ দেখায় উজবেকিস্তান।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইটি পার্ক-উজবেকিস্তান, আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তথ্যপ্রযুক্তিতে সাফল্য অর্জন করায় বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোগকে পুরস্কৃত করে সংস্থাটি।

পুরস্কার গ্রহণকালে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই পুরস্কার সজীব ওয়াজেদ জয়ের শ্রম, মেধা ও সততার স্বীকৃতি। আগামী প্রজন্ম তার নেতৃত্বে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত হবে। এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।'

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি শাহিদ মনিরসহ অ্যাসোসিও এর অন্যান্য কর্মকর্তারা।

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পাশে থাকবে কোইকা: পলক

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন গত ১৩ বছরে প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার খুলে দিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য। ভূমিকা রেখেছে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (কোইকা) বাংলাদেশের যৌথ অংশীদারিত্ব। প্রতিমন্ত্রী আজ রাতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে " কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি " কোইকা-বাংলাদেশ সিলভার জুবলি নাইট " উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কোইকার প্রাযুক্তিক ও আর্থিক সহায়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, কোইকার সঙ্গে যৌথদারিত্বে আইসিটি বিভাগ কোরিয়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশে ই-সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ণ করেছি। মহেশখালীতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ডিজিটাল আইল্যান্ড প্রকল্প। কোরিয়া টেলিকম ও আইওএম কক্সবাজারের উপজেলাগুলোকে উচ্চগতির ইন্টারনেটে সংযুক্ত করেছে। পাশাপাশি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, মোবাইল হেলথ কেয়ার, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন, সোলার ইলেকট্রিসিটি এবংই-কমার্স খাতে অবদান রেখেছে। বাংলা গভ প্রকল্প বাস্তবায়নে দিয়েছে সফট লোন। আইডিয়াথন সফল হয়েছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং-কুন, বাংলাদেশ সরকারের অর্থনীতি সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড ফুর প্রোগ্রাম বাংলাদেশের প্রতিনিধি রিচার্ড রিগ্যান এবং কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ইয়াং আদো এসময় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দ: কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জেংকিউন, ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, ওর্য়াল্ড ফুডপ প্রোগ্রামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রিচার্ড রিগান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১
১২ ডিসেম্বর

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

আইসিটি
নিউজলেটার

পৃষ্ঠা - এগার

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক যশোরে
নয়টি কোম্পানি বিনিয়োগ করবে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে সাতটি এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে দুটি কোম্পানিকে প্লট বরাদ্দ প্রদান করেছে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। চুক্তির আওতায় আগামী ৪০ (চল্লিশ) বছরের জন্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-তে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টেকনোমিডিয়া লিমিটেড, ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড, সেলট্রোন ইলেক্ট্রো ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিস লিমিটেড, উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যাকটেল লিমিটেড, চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে রেডডট ডিজিটাল লিমিটেড ও ফেলিসিটি বিগ ডাটা লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগের সুযোগ পেলো। চুক্তিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং নয়টি কোম্পানির প্রধানেরা স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও, হালিমা টেলিকম কে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণার অনুমতিপত্রও আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে হার্ডওয়্যার কোম্পানি ক্যাটাগরিতে ৩.০১ একর জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। কোম্পানিটি এখানে আইটি/আইটিইএস, ডিজিটাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কাজ করতে ৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে সেইসাথে ১৫৫০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। টেকনোমিডিয়া লিমিটেড এর অনুকূলে .৮৭ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে তারা এটিএম, সিআরএম, আরসিডিএম মেশিন এসেম্বল করতে প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে এতে প্রায় ২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেড পাচ্ছে .৯৬ একর জমি যেখানে তারা প্রায় ৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ১০০ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। প্রতিষ্ঠানটি কালিয়াকৈরে আইটি এবং ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী এসেম্বল করবে। মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট এসেম্বল এবং উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রায় ৭.০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে মেডিকেল টেনোলজি প্ল্যান্ট স্থাপন করবে সেলট্রোন ইলেক্ট্রো ম্যানুফ্যাকচারিং সার্ভিস লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানটি পাচ্ছে .৬৫ একর জমি, যেখানে ২৫০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন করতে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ৫৫০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ১.২৫ একর জমিতে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করবে, এখানে কর্মসংস্থান হবে ৩০০ মানুষের।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে রেডডট ডিজিটাল লিমিটেড ও ফেলিসিটি বিগ ডাটা লিমিটেড ডাটা সেন্টার স্থাপনে কাজ করবে। প্রতিষ্ঠান দুটির অনুকূলে যথাক্রমে .২১ ও .৪৫ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, আইসিটি বিভাগ করোনা মোকাবেলায় যে ভূমিকা রেখেছে তা দেশের সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। করোনার সংক্রমণ রোধে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আইসিটি বিভাগ। লাইভ করোনা টেস্ট, কোভিড-১৯ ট্র্যাকার, টেলি-মেডিসিন ও টেলিহেলথ, সহযোদ্ধা-প্লাজমা প্লাটফর্ম ইত্যাদি বহু উদ্যোগের সুফল পেয়েছে দেশবাসী। এর থেকেই একটি দেশের আইসিটি খাতের অগ্রগতির চিত্র সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে টেকসই হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম নির্মাণের এখনই উপযুক্ত সময় যেখানে হাই-টেক পার্ক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক যে মন্দার ঝুঁকি রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শ্রম-নির্ভর অর্থনীতি যথেষ্ট নয়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে, প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করার তাগিদ দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর স্থাপিত "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি" বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ফ্লাগশিপ প্রকল্প। আজ চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে যে ৭টি কোম্পানি এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে যে ২টি কোম্পানি জমি বরাদ্দ পেলো, তারা হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, আইওটি, বিপিও, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমন্ট (আর এন্ড ডি), ডাটা সেন্টার প্রভৃতি উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে। এর ফলে পার্ক দুটিতে প্রায় ৩,৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কোম্পানিগুলো এখানে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত হাই-টেক পার্কসমূহে ১৫০টির অধিক স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে বিনামূল্যে স্পেস/কো-ওয়ার্কিং স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যমে আইসিটি খাতে দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে ২৮,৫০০ জন। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১,০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে । সম্প্রতি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সম্মুখভাগ থেকে নেতৃত্বপ্রদানকারী এই প্রতিষ্ঠানটির অর্জনকে ম্লান করে দেয়ার অপচেষ্টা করছে বলে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সরকার সবসময় বিনিয়োগকারীদের পাশে ছিলো, আছে এবং থাকবে। বর্তমানে মোট ১৪৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে ৪৩টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ বলেন, দেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে ১৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব পার্কে এখন পর্যন্ত মোট বেসরকারি বিনিয়োগ ৫৭০ কোটি টাকা, এবং হাই-টেক পার্কের বিনিয়োগ ৯৫০ কোটি টাকা।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা এবং জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত কোম্পানীর প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগে সতর্ক সরকার, প্রণয়ন করা হচ্ছে 'ফিনসার্ট'

দেশের মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যেনো ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অপপ্রয়োগ করা না হয় সে জন্য সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এই আইনের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এগিয়ে নিতে সরকার সতর্ক রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অপরদিকে সাইবার জগতে প্রতিদিন গড়ে ২২৪৪টি অপরাধ সংঘটিত হয় জানিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক খাতের নিরাপত্তা শিগগিরি 'ফিনসার্ট' গঠন করা হবে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৮ এর প্রভাব ও বাস্তবতা নিয়ে মঙ্গলবার রাজধানীর রেডিসন ব্লু গার্ডেনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব কথা বলেন দুই মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই দেশে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চলছে। এমন পরিস্থিতি থেকে দেশের সকল নাগরিককে সুরক্ষিত রাখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো দেশে ডিজিটাল সুরক্ষা আইন করা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সমান্তরালে তৈরি হয়েছে আইনটি। আমাদের আইনের চেয়ে কঠোর আইনও বিভিন্ন দেশে রয়েছে। তবে এর অপপ্রোয়েগের বিষয়ে সরকার সতর্ক।

'ভারতে দি ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট ২০০০, পাকিস্তানে দ্য প্রিভেনশন অব ক্রাইম অ্যাক্ট ২০১৬ এবং সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়ায়ও এ ধরনের আইন আছে। একটি ফ্রেমওয়ার্ক আইনের অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলো এ ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই আইন করা হচ্ছে', জানান ড. হাছান।

তিনি আরো বলেন, ইউরোপিয় দেশগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়, গুজব ছড়ায় বা কারো চরিত্র হনন করা হয় তাহলে ওই প্লাটফর্মকে জরিমানা করা হয়। আমাদেরও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের সব মানুষের নিরাপত্তার জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। গৃহীনি, কৃষক, ছাত্র, লেখক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী সকলের নিরাপত্তা দিতেই সময়ের প্রয়োজনে এই আইন করা হয়েছে।

অপরদিকে সভাপতির বক্তব্যে সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক খাতের নিরাপত্তা শিগগিরি 'ফিনসার্ট' গঠন করার কথা জানিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সুরাক্ষা ব্যয়বহুল বিষয় নয়, এটি অমূল্য মন্তব্য করে 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র নামে সমাজে অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা বন্ধে আইনের বিকল্প নেই'।

তার ভাষায়, নাগরিক তথা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৮ প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে। ব্যক্তির বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এই আইনের অধীনে নাগরিকের সুরক্ষা ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত করা হচ্ছে।

পলক আরো বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবাধ সংযুক্তির সুবিধা নিয়ে প্রায়শই দেশের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। এতো দুর্ভোগের শিকার হন কোটি মানুষ। তাই বাস্তব জীবনের মতো ডিজিটাল জীবনের নিরাপত্তার জন্যই ডিজিটাল সুরক্ষা আইনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বস্তুত সাইবার সুরক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার, গৌণ বিষয় নয়।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে অ্যাটর্নি জেনারলে আবু মুহাম্মাদ আমিন উদ্দিন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে মত প্রকাশ স্বাধীনতার ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, সামাজিক অপরাধ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আলি আসিফ খান রাজীব ও ব্যক্তি পর্যায়ের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে প্রযুক্তি ও আইনি বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার এস এম সাইফুল্লাহ রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মান্থলি ডিপ্লোম্যাট ও সেল্টনের যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

"দ্য কান্ট্রি দ্যাট লিভড, ৫০ ইয়ার্স অফ ফ্রিডম এন্ড দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ"
কফি টেবিল বুকের মোড়ক উন্মোচন করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

বাঙালির স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের যুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠন, আর্থিক সহায়তাদান এবং ভারতের আশ্রয় নেওয়া কোটি শরনার্থীদের খাদ্য, চিকিৎসার জন্য ঐতিহাসিক 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অবলম্বনে একটি কফি টেবিল বুক "দ্য কান্ট্রি দ্যাট লিভড, ৫০ ইয়ার্স অফ ফ্রিডম এন্ড দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" এর ডিজিটাল ভার্সনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানটি এলআইসিটি পলিসি অ্যাডভাইজার সামি আহমেদ এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-সচিব মো: আব্দুর রাকিব এবং অ্যাপেক্স ডেটা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আইটি লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জারা মাহবুব। জর্জ হ্যারিসন ও রবিশঙ্কর কর্তৃক আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানটির ৫০ বছরপূর্তি হলো যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি ও যুদ্ধকালীন সময়ের শরনার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলো। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উৎযাপন করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগ 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট ২০২১' এর পক্ষ থেকে পন্ডিত শ্রী রবিশঙ্করের কন্যা আনুষ্কা শঙ্করকে লন্ডনের বিখ্যাত সেই "অ্যাবি রোড স্টুডিও"-তে একটি পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DoICT DEPARTMENT OF ICT

"কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটালি প্রস্তুত ছিল বলেই প্রযুক্তির সহায়তায় স্থবির হয়ে যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি। চিকিৎসা, লেখাপড়া, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

সুরক্ষা

ভ্যাকসিন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পূর্বেই "জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি" আলোচনা করে কিভাবে এই টিকা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে, কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে তথ্য, কিভাবে পাওয়া যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত নানাবিধ পরিসংখ্যান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এর নেতৃত্বে এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা মোঃ শহীদুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে আইসিটি বিভাগের ৫জন প্রকৌশলীর (মোঃ হারুন অর রশিদ, এ এস এম হোসনে মোবারাক, মোঃ আব্দুল্লাহ বিন ছালাম, আব্দুল্লাহ আল রহমান, মোঃ গোলাম মাহবুব) দলটি নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্রস্তুত করে।

করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন সংগ্রহের শুরু থেকেই এই টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে। উল্লেখ্য, এই টিম ইতোপূর্বে Central Aid Management System (CAMS) তৈরি করে, যার মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে মানবিক সহায়তা ২৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

২০২০ সালের শেষের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের টিকার অনুমোদন দেয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে টিকার স্বপ্ন আমরা দেখতে শুরু করি। টিকা কেনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যেন জনগণের ভালোবাসার প্রতিদান। আর তাই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন প্রাপ্তির জন্য অগ্রিম চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে টিকা এলেই বাংলাদেশের জনগণ তা পায়।

আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় তৈরি হয় বিশ্বমানের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা", যা ইতিমধ্যে দেশে এবং বিদেশে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের সক্ষমতাকে প্রমাণ করে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাকসিন প্রদানসহ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "সুরক্ষা" সিস্টেমটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গত ২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সুরক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য -

- ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে ১২ বছর বা তদুর্ধ বয়সী বাংলাদেশের নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" তৈরি করা হয়।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- বৈদেশিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- সরকারি জনবলের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন।
- শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ পূর্বক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম Online Self-Registration এর মাধ্যমে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
- এই ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে হেলথ ডাটাবেজ তৈরি করা যাবে।

বাস্তবায়নের সময়কাল (২০২০-কার্যক্রম চলমান)

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়। ঠিক তখনই বর্ণিত টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে। পরবর্তীতে "জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি" এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০২০ এর ডিসেম্বর মাসে এই দলটি নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্রস্তুত করে।

২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

"সুরক্ষা" কার্যক্রমঃ

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সকল নাগরিকের একটি সচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান এই ডাটাবেজ থেকে পাওয়া সম্ভব হবে।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন, টিকা কার্ড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন সনদ গ্রহণ করতে পারে যা পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমে ১২ বছর বা তদুর্ধ বয়সী শিক্ষার্থী এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সী সকল নাগরিক ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করতে পারছে। পর্যায়ক্রমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য সকল নাগরিককে নিবন্ধনের আওতায় এনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে।

বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রী এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিবন্ধন এবং ভ্যাকসিনেশন পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহার চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

- Vaccine Passport/ Immune Passport/ Health Passport অন্তর্ভুক্ত করার প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে যা International Air Transport Association (IATA) এবং World Health Organization (WHO) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংযোজন করা সম্ভব হবে।

- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে।
- অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- ইতোমধ্যে UNDP এর অংশীদারী দেশসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত দেশসমূহ সিস্টেমটি সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেন এবং এটি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম (বিশেষ করে ইপিআই এর টিকা কার্যক্রম) এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতে এই সিস্টেমে বিভিন্ন Frontier Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নয়ন করা হবে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপঃ

- সময় স্বল্পতা- বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা ছিল সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ যা আইসিটি বিভাগের প্রকৌশলীদের মেধা ও মননের সমন্বয়ের মাধ্যমে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে।
- শারীরিক দূরত্ব বজায় ও অর্থ সাশ্রয়- বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটের সময় উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থ সাশ্রয় করা, দেশব্যাপী বুথের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া করলে যেমন সম্ভব হতো না শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা তেমনি বিপুল অর্থ খরচ হতো লজিস্টিক সাপ্লাই দিতে।
- Online Self-Registration বিপুল পরিমাণ নাগরিকের ব্যবহারের জন্য এটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল বিশেষ করে দেশের বিদ্যমান সার্ভার রিসোর্স ব্যবহার করে, ডাটা শেয়ারিং পলিসির কারণে দেশের মানুষের তথ্য দেশের বাইরে রাখা সম্ভব নয় বলে Amazon এর AWS বা Google Cloud এর মত শক্তিশালী সার্ভার ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।
- সম্মুখ সারির নাগরিক ও সেন্টার কোটা ম্যানেজমেন্ট- এটি অত্যন্ত জটিল ও বিভিন্ন রকমের কন্ডিশন এর ভিত্তিতে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে মেনেজ করা হয়েছে।
- হোস্টিং সার্ভার- Open Self-Registration এর জন্য অনেক বেশি Concurrent User Handle করার জন্য High-End সার্ভার আর্কিটেকচার প্রয়োজন ছিল, যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে Limited Resource ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৭ কোটি ২০ লক্ষের অধিক ভ্যাকসিন গ্রহণকারীর তথ্যভান্ডার ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই- জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার থেকে প্রতিনিয়ত প্রায় ১২০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভেরিফিকেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়। জাতীয় পরিচয়পত্রের TPS সক্ষমতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এই বিপুলসংখ্যক নাগরিকের তথ্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যাচাই করা হয় (৭ কোটি ২০ লক্ষের অধিক)।
- OTP এবং SMS নোটিফিকেশন- ইতোমধ্যে প্রায় ১৫ কোটি OTP এবং SMS নোটিফিকেশন পাঠানো হয়েছে, যাতে করে OTP এবং SMS নোটিফিকেশন প্রেরণ শতভাগ নিশ্চিত করা যায় সেই লক্ষ্যে সমস্ত টেলিকম অপারেটর একত্র করে একটি Single Aggregated API প্রস্তুত করা হয়েছে।
- তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিস্টেম আপডেট- ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিস্টেমে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে রাত-দিন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- প্রশিক্ষণ- স্বল্প সময়ে দেশব্যাপী ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ ছিল এবং বর্তমানে সিস্টেমে পরিবর্তনের সাপেক্ষে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সুরক্ষা বাস্তবায়নে সৃষ্ট প্রভাব / পরিবর্তনঃ

- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্খা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।
- সুরক্ষা- নাগরিক সেবা সহজিকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য বাংলাদেশী নাগরিকদের একটি সুষ্ঠু সিস্টেমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে।
- দেশের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সিস্টেম স্বল্প সময় ও রিসোর্স ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাইলফলক অর্জন করেছে।
- সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ টিকাদানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, অধিকাংশ খাত তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এসেছে।
- চাকুরী হারানো কর্মীরা তাদের কাজে ফিরে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছে। গার্মেন্টস কর্মীদের টিকা দেওয়ার মাধ্যমে, আমাদের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক উৎস দ্রুত স্থিতিশীল হয়েছে।
- অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের বিদেশী কাজে যোগদান করে বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেছে। বিশাল জনসংখ্যার উপর গণ টিকা আশ্চর্যজনক ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য কমাতে ব্যপক ভূমিকা রেখেছে।

সুরক্ষার সম্প্রসারন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য এবং সিস্টেমটি customizable. বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত সিস্টেমটি পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উদ্যোগটি দেশে এবং বিদেশে বিপুল সুনাম অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে। অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের EPI প্রোগ্রাম এর সকল কার্যক্রম সুরক্ষা সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব।

ফ্রিল্যান্সারদের জন্য আইডি প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ফ্রিল্যান্সার আইডি প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি. কর্তৃক উদ্বোধন করার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। সমাজের কমবেশি সকলে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টি জানলেও ফ্রিল্যান্সাররা এতদিন তাদের পরিচয় নিয়ে সমস্যায় ছিলেন। ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত পরিচিতি কার্ড বা ফ্রিল্যান্সার আইডির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। কর্মসংস্থান, উপার্জন বা দক্ষতার প্রমাণক হিসেবে এই কার্ডটি ব্যবহার করা যাবে। যা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ব্যাংকিং বা ভিসার আবেদন, বাসা বা অফিস ভাড়া এমনকি বাচ্চাদের স্কুল ভর্তি করার মতো বিষয়গুলো সহজ করে দেবে। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.freelancer.com.bd) দেশের প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার আইটি প্রফেশনাল এখানে রেজিস্ট্রেশন করে পরিচয়পত্র গ্রহণের সুযোগ পাবে।

এটুআই-এর ইউএন ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং

বাংলাদেশ এই র‍্যাংকিং-এর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত। ধারাবাহিক র‍্যাংকিং কার্যক্রমে একবার পিছিয়ে গেলেও বাংলাদেশের অবস্থান সবসময় ছিল অগ্রসরমান। সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল ২০১৬ সালে করা র‍্যাংকিং-এ যখন বাংলাদেশ ২৪ ধাপ এগিয়ে ১৪৮ অবস্থান হতে ১২৪-এ পৌঁছায়। মূলত আইসিটি টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সূচকে বাংলাদেশের মূল অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ই-গভর্নেন্সে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য ইউএন ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং (UN e-Government Ranking)-এ বাংলাদেশ ২০১৯ সালের জরিপে ১৯০ টি দেশের মধ্যে ১১৯ তম অবস্থান অর্জন করেছে। ২০১২ সালে ১৫০তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালের জরিপে বাংলাদেশ এই অগ্রগতি অর্জন করে। মূলত: তিনটি কম্পোন্যান্টের মধ্যে অনলাইন সার্ভিস ইনডেক্স (Online Service Index)-এ বাংলাদেশ ০.৫১ পয়েন্ট অর্জন করে এস্তোনিয়া, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের সাথে সহ-অবস্থানে রয়েছে।

প্রায় ১৩ বছরের দীর্ঘ সময়ে দেশের প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর জন্য এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে যে সকল উদ্যোগ হাতে নিয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু পুরস্কার এবং সম্মাননা অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারসমূহ নিম্নরূপ:

- ২০২১ সালে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সর্বস্তরের জনগণকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করার জন্য 'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি'অ্যাপ বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম কর্তৃক 'বেস্ট ইনোভেশন এওয়ার্ড'-২০২১ অর্জন করেছে। এছাড়াও, মুক্তপাঠ উদ্যোগটি বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম কর্তৃক 'বেস্ট ইনোভেশন এওয়ার্ড-২০২১ অর্জন করেছে।

- দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে। এটুআই এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সংস্কার বোর্ড এর সহায়তায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- এটুআই কর্তৃক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত অসংখ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের মধ্যে বিগত ৬ বছর যথাক্রমে ২০১৪ সালে ডিজিটাল সেন্টার; ২০১৫ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়ন; ২০১৬ সালে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা; ২০১৭ সালে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেলিমেডিসিন প্রকল্প', 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার' ও 'ই-নথি' ২০১৮ সালে 'মুক্তপাঠ' ও 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম', ২০১৯ সালে শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেইজড এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট এবং ২০২০ সালে গ্রামীণ ই-কমার্স 'একশপ' এবং National Intelligence for Skills, Employment & Entrepreneurship (NISE) ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার অর্জন করেছে।

- বাংলাদেশ সরকার এটুআই'কে জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এর জন্য জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করেছে।

- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (আইটিইএক্স) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ সালে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩ টি পুরস্কার লাভ করেছে।

- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন করেছে।

- দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ সালে একসেবা প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

- বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স (এপিআইসিটিএ) ২০১৭, হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭, ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড ২০১৬, ব্রাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন ২০১৬, ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন ২০১৩ সহ আরো অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে।

- ৩৩৩ কর্তৃক বেসিস ন্যাশনাল আইটি পুরস্কার, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরষ্কার এবং গভইনসাইডার ইনোভেশন পুরষ্কার প্রাপ্তি।

- একশপ কর্তৃক এপিকটা অ্যাওয়ার্ড, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরষ্কার, বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি পুরষ্কার, আইটেক্স পুরষ্কার, বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম এর বেসট প্রসেস ইনোভেশন প্রাপ্তি।

- আইল্যাব কর্তৃক আইটেক্স পুরষ্কার এবং অ্যাপলিটিকাল পুরষ্কার প্রাপ্তি।

- পিএনপিকে, রেম্প পাম্প, ইউজড কোকিং অয়েল, স্মার্ট হোয়াইট ক্যান-আইটেক্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সিলভার পদক অর্জন করে।

বাংলাদেশে ইনক্লুসিভ ব্লেন্ডেড এডুকেশন-এর জন্য চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশে ইনক্লুসিভ ব্লেন্ডেড এডুকেশন সফল বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো, ইনোভেশনের জন্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, সৃজনশীল কন্টেন্ট রোডম্যাপ এবং অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্বরোপ করতে হবে। ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল টাস্কফোর্স (বেন্ট) এর গবেষণা ও উন্নয়ন উপকমিটি কর্তৃক বৃহস্পতিবার রাতে আয়োজিত একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্যানেল আলোচনা শেষে এ সুপারিশ করা হয়েছে। এতে প্যানেল আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি; মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি; মেটা (ফেসবুকের পরিবর্তিত নাম)-এর গ্লোবাল হেড অব কানেক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস মনিকা দেশাই এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর চিফ অব স্পেশাল ইনিশিয়েটিভস এবং গিগা এর কো-লিড জনাব অ্যালেক্স অং উপস্থিত ছিলেন।

প্যানেল আলেচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় শিক্ষমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি, মহামারী চলাকালীন সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং তৈরি হওয়া সুযোগুলো কাজে লাগাতে নেওয়া পরিকল্পনায় ব্লেন্ডেড এডুকেশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ছিল ইন্টারনেটের সাথে নাগরিকদের যুক্ত করা। দেশের জনগণের জন্য আমরা ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী, সুলভ এবং অবারিত করতে চাই। তিনি দেশে ৩০০টি 'স্কুল অফ ফিউচার' স্থাপন করার পরিকল্পনার কথা জানান। যেখানে প্রতিটি ল্যাবে এআর-ভিআর ল্যাব সুবিধা থাকবে এবং এজন্য কন্টেন্ট এবং জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে বিষয়ে মেটা-কে সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে বেগবান করতে মেটা এর কানেক্টিভিটি প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মেটা-এর গ্লোবাল হেড অব কানেক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস মিসেস মনিকা দেশাই। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসা দেশের সরকার ও সংযোগ স্থাপনে নিয়োজিত অংশীদারদেরকে সহযোগিতা করছি। এছাড়াও সাশ্রয়ী মূল্যে এসব প্রযুক্তিতে মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের জন্য নতুন সুযোগ অনুসন্ধানে আমরা তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের ইনক্লুসিভ ডিজিটাল ইকোনমি অর্জন এবং আঞ্চলিক রোল মডেল হয়ে উঠার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে মেটার প্রতিশ্রুতির কথাও জানান তিনি।

সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে অপারেশনাল খরচের ব্যয়

শিক্ষকদের আরো প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে সৃষ্ট সুযোগগুলো কাজের লাগানোর জন্য তাদের মানসিক পরিবর্তনের উপর জোর দেন শিক্ষামন্ত্রী। মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট এর উপর গুরুত্বারোপ করে ডা. দীপু মনি, এমপি, বলেছেন, "আমরা সমবসময়ই শিক্ষার্থীদের পাঠদানকে আনন্দময় করার কথা বলে আসছি এবং পাঠদান তখনই আনন্দময় হবে যখন এতে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।" তিনি বলেছেন, "এ জন্য আমাদের একজনের আরেকজনের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। আমি আশা করি অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রেও এখানে উপস্থিত সকলেই এগিয়ে আসবেন।"

শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, ডিজিটাল সংযুক্তি এবং ডিজিটাল ডিভাইসের সহজলভ্যতাকে প্রধান তিনটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছেন ডাক ও টেলিযোগযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি জানিয়েছেন, এসকল সমস্যা সমাধানে সরকার স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল ডিভাইস তৈরিতে উৎসাহিত দিচ্ছে, যাতে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় সহজেই শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। সকলের জন্য মাল্টিমিডিয়া এবং ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট সহজলভ্য করার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ফাইভজি (৫জি) প্রযুক্তিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, রোবোটিক্স, আইওটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অগমেন্টেড রিয়েলিটি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের অন্যতম প্রযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন ডাক ও টেলিযোগযোগ মন্ত্রী।

সবার জন্য বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করে প্রতিটি গ্রামকে শহরে রূপান্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি, বলেছেন, "আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে মানসম্পন্ন শিক্ষা, মানসম্পন্ন ইন্টারনেট এবং মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের থ্রীএ (৩এ) মডেলের কথা উল্লেখ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, "ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের প্রথম অগ্রাধিকার

মেটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের বিষয়টি উল্লেখ করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর চিফ অব স্পেশাল ইনিশিয়েটিভস এবং গিগা এর কো-লিড জনাব অ্যালেক্স অং বিনিয়োগের সুযোগ ও বাজার তৈরিতে নতুন বিনিয়োগ আর্কষণে সরকারের সাথে মিলে কাজ কাজ করতে পারে গিগা। গিগার ৫ বিলিয়ন ডলার বন্ড কীভাবে কাজে লাগানো হবে তা ব্যাখ্যা করার সময় তিনি জানান, রেগুলেটরি পলিসি রিভিউ এবং পাইলট কানেক্টিভিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তৈরিতে গিগা সহায়তা করতে পারে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে শ্রেণিকক্ষে মানসম্পন্ন পাঠদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যা মহামারির আগেও ছিলো। মহামারির সময়ে পাঠদানের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য হাই-টেক, নো-টেক এবং লো-টেক পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি ভিন্ন রকমের মাল্টি-মডেল শিক্ষণ কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাজনক এই পন্থা তৈরি করতে গিয়ে নীতিনির্ধারকরা নতুন কার্যকর এবং কাস্টমাইজড ব্লেন্ডেড এডুকেশন ইকোসিস্টেম তৈরি চিন্তা করেছেন। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ন্যাশনাল ব্লেন্ডেড এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং এর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল টাস্কফোর্স (বেন্ট) এর গবেষণা ও উন্নয়ন উপকমিটির সভাপতি জনাব এনএম জিয়াউল আলম, পিএএ, এই প্যানেল আলোচনার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। প্যানেল আলোচনা মডারেট করেন এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী। সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এটুআই এর পলিসি স্পেশালিস্ট মো. আফজাল হোসেন সারোয়ার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আইসিটি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন, এটুআই, মেটা ও গিগা এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আইসিটি নিউজলেটার

ডিজিটাল বাংলাদেশঃ স্বপ্ন থেকে বাস্তব

কানেক্টিং বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জনসমূহ (১ ডিসেম্বর, ২০২১)	২০০৮	২০২১
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রাপ্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	০০	১৮ হাজার ৫০০ টি
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রাপ্ত ইউনিয়ন	০০	৩ হাজার ৮০০ টি
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন	০০	প্রায় ২৮ হাজার কি.মি.
ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা	০০	৪ হাজার ৫৫৪ টি
ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযুক্ত অফিসের সংখ্যা	০০	২৬ হাজার টি
সরকারি ডাটা সেন্টার সংখ্যা	০০	০৩ টি
মোবাইল ফোন সংযোগের সংখ্যা	৪ কোটি ৪৬ লক্ষ	১৮ কোটি+
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা	৫৬ লক্ষ	প্রায় ১৩ কোটি

দক্ষ মানবসম্পদ

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জনসমূহ (১ ডিসেম্বর, ২০২১)	২০০৮	২০২১
বিসিসির বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	০০	২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০৩ জন
ইমার্জিং টেকনোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি	০০	৫৬ হাজার+
প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার তৈরি	০০	১ লক্ষ+
প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান	০০	৫ হাজার ৭২৮ জন
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন	০০	১৩ হাজার টি
আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন	০০	৩২ হাজার জন
হাই-টেক পার্কে কর্মসংস্থানের সংখ্যা	০০	২১ হাজার জন
সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০০	৯০ হাজার+
শী-পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরি	০০	১০ হাজার ৫০০ জন
মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম	০০	৫৮হাজার টি
শিক্ষক বাতায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকা সংযুক্ত	০০	৫ লক্ষ ৯০ হাজার জন
শিক্ষক বাতায়নে মোট কনটেন্ট সংযুক্ত	০০	৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টি
কিশোর বাতায়নে সংযুক্ত কিশোর-কিশোরী	০০	২৯ লক্ষ
কিশোর বাতায়নে কন্টেন্ট সংযুক্ত	০০	৩৫ হাজার+
'মুক্তপাঠ'-এ সংযুক্ত	০০	প্রায় ১২ লক্ষ জন
'মুক্তপাঠ'-এ কোর্স সংখ্যা	০০	২০৭+
শিল্প প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ	০০	৩ লক্ষ ১২ হাজার জন
সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১৫,২৯৭	২ লক্ষ ৭৭ হাজার জন
সরকারি পর্যায়ে এম্প্যাথি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০০	৩৪ হাজার ৪৫০ জন
৩০০ সংসদীয় আসনে শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন	০০	৩০০ টি

ই-গভর্নমেন্ট

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জনসমূহ (১ ডিসেম্বর, ২০২১)	২০০৮	২০২১
সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন	০০	৭ কোটি ২১ লক্ষ ২ হাজার ৬৭৪ জন
ডাটাসেন্টারের ৬৩০ টি ডোমেইনে ইমেইল একাউন্টের সংখ্যা	০০	১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৭৪ টি
ডাটা সেন্টারের সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	০০	১০ কোটি+
ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ	০০	৫৫ হাজার ৭৬২টি
৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান	০০	৭ কোটি ৩৭ লক্ষ+
৯৯৯ কলসেন্টারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান	০০	১ কোটি ৯ লক্ষ+
ডিজিটাল সেন্টার সংখ্যা	০০	৮ হাজার ২৮০টি
ডিজিটাল সেন্টার হতে মোট সেবা প্রদান সংখ্যা	০০	৬০ কোটি+
ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা গ্রহণ (প্রতিমাসে)	০০	প্রায় ৬০ লক্ষ
জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্ল্যাটফর্ম থেকে সেবা গ্রহণ (প্রতিমাসে)	০০	প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ
জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত সরকারি অফিস	০০	৫২ হাজার টি
জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত কন্টেন্ট সংখ্যা	০০	৯৫ লক্ষ+
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম 'একশপ'এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	০০	প্রায় ৭৫ লক্ষ ৯৫ হাজার
খতিয়ান ডিজিটালাইজড	০০	৫ কোটি ৫০ লক্ষ+
অনলাইনে জমির নামজারির নিষ্পত্তি	০০	৪৭ লক্ষ ৭১ হাজার+
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এরওয়ানস্টপ সার্ভিস সিস্টেমে অনলাইনে প্রদত্ত সেবার সংখ্যা	০০	৩০টি
ভার্চুয়াল আদালতে জামিনের আবেদন শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	০০	৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৩২টি
ভার্চুয়াল আদালতে জামিন	০০	১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫২০টি
ই-নথি সংযুক্ত সরকারি অফিসের সংখ্যা	০০	১১ হাজার ৩৭০টি +
ই-নথিতে নিষ্পন্ন নথির সংখ্যা	০০	১ কোটি ৬৭ লক্ষ
সরকারি সেবার ফি ই-চালানের মাধ্যমে প্রদান (সেবার ধরন)	০০	৪৮টি
ফরমস বাতায়নে ফরমের সংখ্যা	০০	১ হাজার ৭৫৭টি
কৃষি বাতায়নে সংযুক্ত কৃষকের প্রোফাইল	০০	৮১ লক্ষ
এটুআই ইনোভেশন ফান্ড প্রকল্প সংখ্যা	০০	২৭২টি

ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জনসমূহ (১ ডিসেম্বর, ২০২১)	২০০৮	২০২১
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বা হাই-টেক পার্ক তৈরির কার্যক্রম চলমান	০০	৩০টি
হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক তৈরি সম্পন্ন	০০	০৯টি
দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 4IR ল্যাব স্থাপনের সংখ্যা	০০	৩৩টি
হাই-টেক পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	০০	১৬৬টি
হাই-টেক পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বিনা ভাড়ায় স্পেস, ইউটিলিটি ও মেন্টরিং সুবিধাপ্রাপ্ত স্টার্ট-আপের সংখ্যা	০০	২২৩টি
আইসিটি রপ্তানি থেকে আয়	০০	১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
ফ্রিল্যান্সিংয়ে পেশাজীবীর সংখ্যা	০০	৬ লক্ষ ৫০ হাজার
আইডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে স্টার্ট-আপকে প্রি-সিড পর্যায়ে অনুদান প্রদানের সংখ্যা	০০	২৩৬টি

ডব্লিউসিআইটি ২০২১' তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব আসরে ডিজিটাল বাংলাদেশ

প্রযুক্তিজ্ঞান ও ধারণা বিনিময় এবং বিশ্ব প্রযুক্তিতে নেতৃত্বের অঙ্গীকারের মধ্যদিয়ে উইটসার রজত জয়ন্তি উদযাপন করলো বাংলাদেশ। ৭৫টিরও বেশি দেশের প্রযুক্তিবিদদের মেলবন্ধনে 'আইসিটি দ্য গ্রেট ইকুলাইজার' প্রতিপাদ্যে ১১-১৪ নভম্বের দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত আর্ন্তজাতিক সম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি)'র ২৫তম আসর।

সম্মেলনে উইটসা এবং অ্যাসোসিওর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত কর হয়। এতে 'এমিনেন্ট পার্সনস অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত হন বাংলাদেশের প্রধান্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে প্রথমবারের মতো ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা এ পুরস্কারে ভূষিত হন। এ ছাড়া এ পুরস্কার পেয়েছেন ইন্টারনেটের অন্যতম জনক ভিন্ট সার্ফ। এদিকে 'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তথ্যপ্রযুক্তিতে সাফল্য অর্জন করায় বিভিন্ন দেশের

সরকারি-বেসরকারি সংস্থাও উদ্যোগকে পুরস্কৃত করে সংস্থাটি। এ বছর বাংলাদেশ থেকে কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফো নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (ইনফো-সরকার), বইঘর এবং জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাসোসিও পুরস্কার অর্জন করেছে।

'ডব্লিউসিআইটি ২০২১' সম্মেলনের সমান্তরালে একই সময়কালে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অ্যাসোসিও 'ডিজিটাল সামিট ২০২১'।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ১১ নভেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-চার দিনব্যাপী এ বিশ্ব সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মিলনমেলায় ছিলেন আধুনিক ইন্টারনেটের অন্যতম জনক মি. ভিন্ট সার্ফ , আধুনিক ইন্টারনেটের অন্যতম জননী ড. রাদিয়া পারম্যান ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উদ্ভাবক স্যার টিমোথি বারনার্স লি, উইটসা মহাসচিব জেমস এইচ পয়জান্ট, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের (সেন্টার ফর দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন, চায়না) উপ প্রধান ডেনিয়েল কেরিমি, উই রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ড. পেট্রিক মেয়ার, চীন ভিত্তিক আলীবাবার মূল কোম্পানি এন্ট গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক (আলিপে ও গ্লোবাল পেমেন্ট পার্টনারশিপ) গৌমিং চেং, ইন্টেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ওমর এস ইশরাক প্রমুখ। এছাড়া দেশীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এশিয়ার নোবেল হিসেবে খ্যাত ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী, বাংলাদেশে চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অণুজীববিজ্ঞানী ও পরিচালক সেঁজুতি সাহা এ আয়োজনকে সমৃদ্ধ করেন। চার দিনের এ সম্মেলনে ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিল্পবের কথা মাথায় রেখে আইওটি, বিগডেটা, মেশিন লার্নিং, রোবটিক্সের মতো আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তির সর্বশেষ সংযোজন নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক এ আয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরতে সম্মেলনের প্রথম দিন ছিল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ নাইট'।

এ আয়োজনে বাংলাদেশের বিগত ১২ বছরের তথ্য-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে স্বাধীন সর্বোভৌম রাষ্ট্র ও তথ্য প্রযুক্তিতে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গৃহিত উদ্যেগসমূহ উপস্থাপন করা হং। এ দিনে 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড নাইট' অনুষ্ঠানে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তৃতীয় দিন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অগ্রগতি, অর্জন-গৌরবের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এ দিন 'উইটসা আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড নাইট' অনুষ্ঠানে সারা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। চতুর্থ দিন ডব্লিউসিআইটির রজত জয়ন্তী উদযাপন ও সমাপনী আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, বিপিও এবং আউটসোর্সিং নিয়েও ছিল একাধিক সেমিনার। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স। এ আয়োজনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

এ ছাড়া ভিন্ন তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ আরও তিনটি পুরস্কার অর্জন করেছে। এর মধ্যে 'সাসটেইনেবল গ্রোথ/সার্কুলার ইকোনমি' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএ, 'ইনোভেশন ই-হেলথ সলিউশন' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন-১৬২৬৩ এবং 'ই-এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ)। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার, হংকং, নেপাল, তাইওয়ান, গ্রিস, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছে। এ আয়োজনের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, উইটসা চেয়ারম্যান ইয়ানিস সিরোস, উইটসা মহাসচিব জেমস এইচ পয়সান্ট, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি শাহিদ-উল-মুনীর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান প্রমুখ। আয়োজন সম্পর্কে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'এ বিশ্ব সম্মেলন মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের তথ্যপ্রযুক্তির সংশ্লিষ্টদের ও বিশেষজ্ঞদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও বিকাশে অবদান রাখবে। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উপর গুরুত্বারোপ করেন।'

এর আগে এ আয়োজনের পার্টনার হিসেবে আছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ), ডিজিটাল সিকিউিরিটি এজেন্সি, এটুআই, এলআইসিটি, বেসিস, বাক্কো, ই-ক্যাব এবং আইএসপিএবি, বিআইজেএফ ও টিএমজিবি। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের প্লাটিনাম স্পন্সর ওয়ালটন, গোল্ড স্পন্সর ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ব্রোঞ্জ স্পন্সর হুয়াওয়ে, জনতা ব্যাংক, মিনিস্টার টিভি এবং থাকরাল ইনফরমেশন সিস্টেমস। এছাড়া ইন্টারনেট পার্টনার আমরা টেকনোলজিস লিমিটেড।

শেষ হল স্টার্টআপদের নিয়ে বৃহৎ আয়োজন বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১

তরুণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ স্টার্টআপদের অনুপ্রাণিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA)" আয়োজন করে "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১"। এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য হল তরুণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে ১৪২টি দেশে ক্যাম্পেইন শেষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫৭টি দেশ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ হাজারের অধিক স্টার্টআপ ও উদ্ভাবক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করে। মুজিববর্ষে স্টার্টআপদের জন্য আইসিটি বিভাগের সবচেয়ে বড় উপহার হিসেবে সেরাদের সেরা একটি স্টার্টআপ "ওপেনরিফ্যাক্টরি" ওয়ান বিগ উইনার ২০২১ হিসেবে পায় ১ লক্ষ ইউএস ডলার অনুদান। এছাড়া, দেশিয় স্টার্টআপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ১৩ পর্বের রিয়েলিটি শো এর থেকে নির্বাচিত ২৬ টি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেরা ১০ টি স্টার্টআপ অর্থাৎ দেশি-বিদেশি নির্বাচিত মোট ৩৬ টি স্টার্টআপের প্রত্যেকেই পাচ্ছে ১০ লক্ষ টাকা করে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার অনুদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে এই বিশেষ আয়োজনের গ্র্যান্ড ফিনালে রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাল্টিপারপাস অডিটরিয়ামে শনিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২১ সকালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন ঘণ্টার জমকালো একটি অ্যাওয়ার্ড বিতরনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২১" এর এবারের আসর।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক ও যুগ্মসচিব মো: আব্দুর রাকিব।

বিগ ২০২১ গ্র্যান্ড ফিনালে আকর্ষণীয় করে তুলতে বর্ণিল সাজে সাজানো হয় ভেন্যু। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের দেওয়া হয় লাল গালিচা সম্বর্ধনা। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল সম্প্রতি লন্ডনের বিখ্যাত "অ্যাবি রোড স্টুডিও" তে ধারণকৃত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর অন্যতম উদ্যোক্তা পন্ডিত শ্রী রবিশঙ্করের কন্যা আনুস্কা শঙ্করের একটি বিশেষ পরিবেশনা। এছাড়াও বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি ব্যান্ড দল "ক্রিপটিক ফেইট" এর চমৎকার মিউজিক্যাল পরিবেশনাসহ নানা আয়োজন। বিগ ২০২১ এর সঙ্গে পার্টনার হিসেবে সংযুক্ত ছিল সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) ও এটুআই এবং একইসাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসিস, বাককো, বিসিএস, ই-ক্যাব, আইএসপিএবি, বিআইজেএফ এবং টিএমজিবি। এছাড়া, এই আয়োজনে স্পন্সর হিসেবে ছিল ওয়ালটন এবং সহযোগিতায় ছিল স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কন্ট্রোলার অফ সার্টিফাইং অথরিটিজ এর কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কাজ

- 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' কর্মশালায় ৮৭,১৯৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে ৫৫,৭৬২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের মধ্যে ১৫ টি মামলা ও তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত ৫২ টি আলামতের ফরেনসিক প্রতিবেদন এই ল্যাব থেকে প্রদান করা হয়েছে।
- "ডিজিটাল বিপ্লবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষরের গুরুত্ব" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- সিসিএ কার্যালয় Organization of Islamic Conference Computer Emergency Response Team (OIC-CERT) -এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে।
- জুন, ২০২১ এ কানাডাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিএ ব্রাউজার ফোরাম হতে ০৫টি বিষয়ের উপর ৬টি ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জিত হয়েছে।
- এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনলাইনে বিভিন্ন ডকুমেন্ট আদান-প্রদানে ডঙ্গলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের বিকল্প হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে ই-সাইন চালু করা হয়েছে।
- সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিকেআই বেজড অ্যাপিকেশন ও পিডিএফ সাইনারসহ বিভিন্ন টুলস্ উন্নয়ন করা হয়েছে।
- সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।
- সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-সাইন চালুর নিমিত্তে e-KYCএবং ই-সাইন সল্যুশন উন্নয়ন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক অনলাইনে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য গ্রাহকের তথ্য যাচাইয়ের নিমিত্ত "এন আই ডি" ভেরিফিকেশন সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে।
- নিরাপদ ই-ডকুমেন্টেশন সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে।
- "কন্যাকথা" নামক ওয়েব পোর্টাল https://konnakothacca.com এর মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রতিনিয়ত মেয়েদের সচেতন করা হচ্ছে।
- "সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- যশোরে অবস্থিত শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টারের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
- গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে সিএসমূহের জন্য সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (সক সেন্টার) এর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT

এপিএ মূল্যায়নে সেরা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ

টেক শহর কনটেন্ট কাউন্সিলর : সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে সেরা হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রোববার অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সেরা হওয়ার পুরস্কার তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগকে তুলে দেন।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন প্রান্ত হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনে ৫১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯৪ দশমিক ৯৭ নম্বর পেয়ে এই প্রথম স্থান অর্জন করে বিভাগটি।

এ বিভাগ উক্ত অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ৭৬টি সূচকের মধ্যে ৬৫টিতে শতভাগ সফলতা অর্জন করে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, সচিবগণ মূল অনুষ্ঠানস্থল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবর্তন করা হয় এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের দিক-নির্দেশনায় বিগত ১২ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যথাযথ অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে কোভিড-১৯ মহামারিতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আদালত ও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে করোনা পরিস্থিতিতে সবকিছু স্বাভাবিক রাখতে 'বিজনেস 'কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়।

এছাড়াও করোনা মহামারি মোকাবিলায় ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" অ্যাপস, করোনা বিডি অ্যাপ এবং কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ, করোনা পোর্টাল, করোনা হেল্পলাইন ৩৩৩, টেলি-হেলথ সেন্টার, টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক, প্রবাস বন্ধু কলসেন্টারসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন কওে চলেছে।

'উইটসা এমিনেন্ট পারসনস অ্যাওয়ার্ড' পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উইটসা এমিনেন্ট পারসনস অ্যাওয়ার্ড ২০২১পুরস্কার এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নেতৃত্বদান এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের ৮০টি দেশের সদস্যভুক্ত সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স' তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিকখ্যাত 'উইটসা ২০২১' পুরস্কার দিয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ২০২১ (ডবিউসিআইটি ২০২১) এর তৃতীয় দিনে আজ উইটসা মহাসচিব জেমস এইচ পয়জান্টের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

তিনটি ক্যাটাগরিতে এবার বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিয়েছে উইটসা। অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং বিসিএস সভাপতি শাহিদ-উল-মুনীর উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার পাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে সরকার পরিচালনা করছেন। মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি শেখ হাসিনা বরাবরই বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য খাদ্য ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছেন।

জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর সময়েই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের আর্থসামজিক উন্নয়নে ত্বরান্বিত হয়েছে শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে।

এ বিষয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, উইটসা এমিনেন্ট পারসনস অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বিগত ১২ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কার দেওয়ায় তিনি উইটসার মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, এই পুরস্কার লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে আরও অনুপ্রাণিত হবে।

- প্রতিটি সংযোগের জন্য ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা।
- মাসিক ইন্টারনেট খরচ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বহন করবে।
- সংশ্লিষ্ট ওঋচ নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষন করবে।
- প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী : প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি

একনেকে 'ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন' প্রকল্প অনুমোদন

সরকারের সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেওয়া এবং সবক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বাড়াতে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপনে 'ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় 'ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন' (Establishing Digital Connectivity Project) প্রকল্পটিন অনুমোদন দেয়া হয়। ফলে এখন চলতি বছরের জুলাই থেকে জুন ২০২৫ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।

প্রকল্পটি পাশ হওয়া বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ডিজিটাল অর্থনীতি বাস্তবায়ন ও মানবসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিক আইসিটি ল্যাবে সজ্জিতকরণ, স্বচ্ছতা, সুশাসন ও জনগণের কাছে সেবা সরবরাহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করা, আইসিটিভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসার এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, "ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন" প্রকল্পটি অনুমোদন করে দেওয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের প্রতি।

প্রকল্পের অধীনে দেশজুড়ে এক লাখ ৯ হাজার ২৪৪টি ব্রডব্যান্ড অ্যান্ড ইউজার কানেকটিভিটি, ১০ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব, সেন্ট্রাল ক্লাউড প্লাটফর্ম এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সেন্টার অব এক্সিলেন্স ল্যাব স্থাপন করা হবে।

এছাড়াও জেলা ও উপজেলা কমপ্লেক্সে আইটি অবকাঠামোসহ এলএএন এনওসি (নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার),প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, ৫৫৫টি ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড ইমপ্লোজমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (ডিএসইটি), মাঠ পর্যায়ের ক্লাউড ফাইল সার্ভিস এবং ডিজিটাল স্টোরেজের জন্য কেন্দ্রীয় সার্ভার অবকাঠামো স্থাপন; আইসিটি ল্যাব, স্মার্ট ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এবং ডিসট্যান্স লার্নিং প্ল্যাটফর্মসহ প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত একটি ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন; সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাস্টিকস বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিআরভিএস সেন্টার আইএসডিপি সার্ভার স্থাপন, মাঠ পর্যায়ে পাঁচ হাজার ৫০০টি এনরোলমেন্ট অবকাঠামো স্থাপন এবং ১৭ হাজার ৩১৪টি সার্ভিস ডেলিভেরজ ডিভাইস বিতরণ; ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্টেশন স্থাপন; ৪৯২টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণ, একটি ২১ তলা বিশিষ্ট ডিওআইসিটি টাওয়ার নির্মাণ, উপজেলা শেয়ারড আইসিটি অপারেশন সেন্টারের জন্য ৪৯১টি উপজেলা বিল্ডিংয়ের একতলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্টেশনের আওতায় ফিল্ড সার্ভে, ২০ হাজার কৃষককে স্মার্ট সেন্সর ডিভাইস প্রদান; ছয়টি মোটরযান ক্রয় (দুটি জিপ, দুটি মাইক্রোবাস, দুটি ডাবল কেবিন পিকআপ); ২৮ ক্যাটাগরির পরামর্শক সেবা ক্রয় ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করা হবে।

একইসঙ্গে ১০২টি অফিস ইক্যুপমেন্ট ও ৩ লাখ ৬১ হাজার ৭৮২টি ফার্নিচার সংগ্রহ; বেদেশিক প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক ভেন্যু : ৪০ জন, বাংলাদেশ ভেন্যু : তিন হাজার ৩৩৫ জন), স্থানীয় প্রশিক্ষণ : ১৬ হাজার ৮২১ জন; সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৯ জন জনবল নিয়োগ করা হবে।

প্রকল্প বাস্তাবায়নে সরকারি তহবিল থেকে আসবে দুই হাজার ৫০৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা আর চীন সরকার ঋণ হিসেবে দেবে ৩ হাজার ৩৭৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা।

বিজয়ের মাসে, জয়ের প্রচেষ্টায় ৫-জি : ওবায়দুল কাদের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিজয়ের মাসে ৫-জিতে প্রবেশ করাতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বলে জানিয়েছেন আওয়ায়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে '৫এ : The Frontier Technology' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে দেওয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ৫-জি চালু করার প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ সেটা সফল হতে চলেছে। বিজয়ের মাসে সীমিত পরিসরে ৫-জি চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এই বিজয়ের মাসে ৫-জিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. সাহাব উদ্দিন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য প্রফেসর ড. মো. হোসেন মনসুর।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
সম্পাদক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (মহাপরিচালক দায়িত্বে) ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হাশেম প্রচার সম্পাদক মো: ফিরোজ সরকার যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ শকুন্তলা মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com